NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ রিমেক করাই যায়; কিন্তু তা কি সৃষ্টি নাকি অনাসৃষ্টি!

রোহিতদের দুর্বলতা ধরে ফেলেছি, জানাল অজি বোলার ৮

কলকাতা ১৮ নভেম্বর ২০২৩ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৫৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.11.2023, Vol.17, Issue No. 156, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সরকারি জমি নিয়ে অনিয়ম রুখতে কমিটি গঠনে অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের জমির মালিকানা দাবি করছে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি পতিত জমির মালিকানা সংক্রান্ত বেনিয়ম রুখতে একটি কমিটি গঠন করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। শুক্রবারই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই কমিটি গঠনের বিষয়টি অনুমোদন পেয়েছে।

শুক্রবার পোস্তা এলাকায় একটি জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশগ্রহন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, পোস্তা বাজার নিয়ে সমস্যার কথা আমার কানে আগেই এসেছিল। আমি আইনমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি। দেখা যায়, এই পোস্তা বাজার এলাকাটি রাজ্য সরকারের জায়গা। তিনি বলেন, 'কলকাতা বন্দর থেকে কেউ কিছু নথি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেই নথির কোনও মূল্য নেই। এই জায়গা রাজ্য সরকারের জায়গা। বিষয়টি নিয়ে মামলা চলছে। তবে কেউ এসে এখানে পার্কিং করতে চাইলে, দেওয়াল তুলে দিতে চাইলে আমি পুলিশকে বলবো, পোস্তা কমিটি এবং আইন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ওটাকে অবৈধ ঘোষণা করে দাও।'

উল্লেখ্য, পোস্তায় ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যেই কাজ করতে হয় ব্যবসায়ীদের। বছর দুয়েক আগে পোস্তা বাজারকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও, সেই কাজ এখনও হয়নি। নাগপুর, বেঙ্গালুরু, কর্নাটক-সহ একাধিক রাজ্য থেকে রোজ প্রায় দেড়শো-দুশো পণ্যবোঝাই ট্রাক নিয়মিত আসে এই বাজারে। পার্কিং নিয়ে যথেষ্ট সমস্যার মুখে পড়তে হয় ব্যবসায়ীদের।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'কোনও দালাল, মাফিয়া এসে আপনাদের কাছ থেকে টাকা তুললে, মনে রাখতে হবে আদালতে মামলা চললেও এই বাজার এলাকা এখনও রাজ্য সরকারের অধীনে রয়েছে।' তিনি পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে পুলিশ এবং পোস্তা বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে সঙ্গে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দেন।

পোস্তা বাজার এলাকায় পার্কিং নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখানে একটি নথি নিয়ে এসে পার্কিং শুরু করে দিল। ওটা আসল না নকল সেটা কেউ জানে না। কিছু রশিদ না দিয়েও পার্কিং করা হয়। আগামী দিনে ওদের ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।' পাশাপাশি, পোস্তা বাজার এলাকায় একটি অ্যাগ্রো মার্কেটিং সেন্টার করার ব্যাপারেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, এর আগে পোস্তা বাজারকে নতুন করে সাজাতে একটি 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরির জন্য ফিরহাদ হাকিমকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মোট ১০ একর জমি উপর এই মার্কেটিং বিল্ডিং করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে মৃতদের পরিবারের ১ জনের চাকরি

প্রস্তাব পাশ হল রাজ্য মন্ত্রিসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত জুলাই মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যারা রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছেন তাদের পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার নীতিগত ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে শুক্রবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। সেখানে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিহতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ১৯জন রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছিলেন। ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনী হিংসায় নিহতদের পরিবারদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১২ জুলাই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান তিনি। সেসময় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'নিহতদের পরিবারকে আমরা দু'লক্ষ টাকা করে দেব। হোমগার্ডের চাকরিও দেওয়া হবে।'

ইতিমধ্যে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এবার চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে সিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এদিকে আসন্ন জগদ্ধাত্রী ও ছট পুজোর দিনগুলিতে আইনশৃঙ্খলার উপরে নজরদারিতে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিজেদের এলাকায় থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

রেশনকাণ্ডে শ্যালক, শাশুড়িকেও জড়িয়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতির টাকা অন্য খাতে বিনিয়োগ করতে কেবল নিজের স্ত্রী-কন্যাই নন, শ্যালক এবং শাশুড়িকেও ব্যবহার করেছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ইডির একটি সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় অবৈধ উপায়ে পাওয়া টাকাকে বৈধ করতে জ্যোতিপ্রিয় ভুয়ো সংস্থা খুলেছিলেন বলে আগেই দাবি করে ইডি। এই সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়-'ঘনিষ্ঠ' মিল মালিক, অধুনা ইডির হাতে ধৃত বাকিবুর রহমানও।

ইডির দাবি, সংস্থাগুলির মাধ্যমে মূলত দুর্নীতির টাকা অন্য খাতে বিনিয়োগ করা কিংবা শেয়ার কেনাবেচার কাজ চলত। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল, এমনই তিনটি সংস্থায় বিভিন্ন সময়ে ডিরেক্টর পদে ছিলেন মন্ত্রীর কন্যা এবং স্ত্রী। ইডি সূত্রে খবর, এই তিনটি সংস্থায় বিভিন্ন সময়ে ডিরেক্টর পদে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয়ের শ্যালক এবং শাশুড়িও।

'গ্রেসিয়াস ইনোভেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি সংস্থায় ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১৭ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত ডিরেক্টর পদে ছিলেন মন্ত্রীর শ্যালক। ওই একই সংস্থায় শাশুড়ি ডিরেক্টর পদে ছিলেন ২০১১ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত। ইডি সূত্রে খবর, আর একটি সংস্থা 'শ্রী হনুমান রিয়েলকন প্রাইভেট লিমিটেড'-এ জ্যোতিপ্রিয়ের শ্যালক ২০১১ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ডিরেক্ট পদে ছিলেন। ওই একই সংস্থায় মন্ত্রীর শাশুড়ি ডিরেক্টর পদে ছিলেন ২০১৬ সালের জুন থেকে ২০১৭ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত। আর একটি সংস্থা হল 'গ্রেসিয়াস ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড'। সেখানেও প্রায় পাঁচ বছর ধরে ডিরেক্টর পদে ছিলেন দু'জনেই।

দাবি ইডি সূত্রে

হঠাৎ শ্বাসকষ্ট জ্যোতিপ্রিয়র

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলে আচমকা অসুস্থ রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বৃহস্পতিবার রাতে প্রেসিডেন্সি জেলেই তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। তবে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়নি বলে জানা গিয়েছে। আপাতত স্থিতিশীল তিনি।

ছটে শহরে মোতায়েন অতিরিক্ত পুলিশ

খিদিরপুরে ছটের বাজার। ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছট পুজো উফলক্ষে মোতায়েন হচ্ছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরে এই পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর তথা ঢাকুরিয়া লেক ও পূর্ব কলকাতার ফুলবাগান এলাকার সুভাষ সরোবরে নেমে ছট পুজো করা নিষিদ্ধ। এর আগেও ওই দুই সরোবরে জোর করে ঢুকে ছটপুজো করার চেষ্টা হয়েছে। এই বছর যাতে বিধিনিষেধ কেউ না ভাঙেন, তাই শনিবার থেকেই দুই সরোবর ঘিরে থাকবে পুলিশ বাহিনী। রবিবার বিকেল ও তার পর সোমবার সকালে ছট পুজোর জন্য বহু মানুষ গঙ্গার ঘাটে যাবেন। আবার অনেকে গঙ্গার ঘাটগুলিতে রাতেও থেকে যাবেন। তাঁধের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। গঙ্গা বা জলাধারে যাতায়াতের পথে যাতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি না ফাটানো অথবা ডিজে না বাজানো হয়, সেই ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রত্যেকটি সরোবরের চারপাশে একজন করে ডিসির তত্ত্বাবধানে থাকবে আড়াইশো করে পুলিশ। ছটে কলকাতার রাস্তায় নামছে প্রায় চার হাজার পুলিশ। রাস্তায় থাকছেন ৩৫ জন ডিসি পদমর্যাদার পুলিশকর্তা। কলকাতার মোট ১৩৩টি গঙ্গার ঘাট, ছোট পুকুর, তৈরি হওয়া জলাধারে ছট পুজো অনুষ্ঠিত হবে। গঙ্গার ঘাটগুলিতে নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকছেন ৭৭ জন ডিএমজির সদস্য।

দ্বিতীয় গ্লোবাল সাউথ বৈঠকে

গাজায় মৃত্যুমিছিল রুখতে সমবেত আওয়াজ তোলার বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: প্যালেস্তাইনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের হামলার পরে দৃঢ়ভাবে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। উন্নয়নশীল দেশগুলির সংগঠন গ্লোবাল সাউথের ভার্চুয়াল শীর্ষ বৈঠকে এ বার গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার ধারাবাহিক হামলা এবং হতাহতদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শুক্রবার দ্বিতীয় 'ভার্চুয়াল ভয়েস অফ গ্লোবাল সাউথ সামিট'-এর বক্তৃতায় মোদি বলেন, 'হামাস এবং ইজরায়েলি সেনার সংঘর্ষে সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যু কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ভারত এর তীব্র নিন্দা করছে।' বর্তমান পরিস্থিতি পশ্চিম এশিয়ার উন্নয়নের পথে অন্তরায় হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। চলতি মাসের গোড়ায় প্যালেস্তাইন পরিস্থিতি নিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করেছিলেন মোদি। সে সময় গাজার সাধারণ প্যালেস্তাইনিদের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। শুক্রবার হামাসের হামলার নিন্দা করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাধারণ মানুষের মৃত্যু রুখতে গোটা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আওয়াজ তুলতে হবে।'

আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধান খুনে গ্রেপ্তার ১

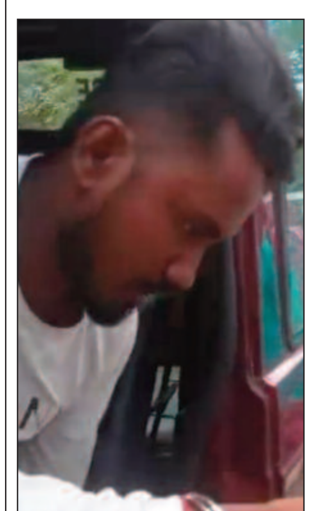

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধান খুনে গ্রেপ্তার এক। ধৃতের নাম আনোয়ার হোসেন। শুক্রবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। আনোয়ারকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনায় আর যারা যারা যুক্ত তাদের খোঁজ করবে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, আনোয়ারের বাড়ি আমডাঙার খুড়িগাছি এলাকায়। শুক্রবার তাকে তাদের বাড়ি থেকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আরও জানা গিয়েছে, তার বাবা তোহেব আলি ওই এলাকার তৃণমূল নেতা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আমডাঙার সন্তোষপুর মোড়ে এই তোহেব আলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। গুলি তার হাতে লেগেছিল। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি বাবার উপর হামলার প্রতিশোধ নিতেই কি ছেলে আনোয়ার এই খুন করলো? স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তোহেব ও রূপচাঁদ একত্রে একটি বড় অঙ্কের জমির দালালি করেছিলো। সেই টাকার ভাগবাটরা নিয়েও দুজনের মধ্যে গন্ডগোল চলছিলো। এই খুনের নেপথ্যে সেই ঘটনাও থাকতে পারে বলে মনে করেছে স্থানীয়রা। নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ঘটনা আছে? সবটাই তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বাজার করতে এসে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয় বছর ৩৭ -এর আমডাঙার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নিজের চার চাকা গাড়ি নিয়ে কামদেবপুর হাটে বাজার করতে এসেছিলো রূপচাঁদ। হাটবার থাকায় হাটে ভিড় ছিলো। গাড়ি থেকে নেমে একটি জায়গায় বসে। তখন তার কাছে একটি ফোন আসে। ফোন পেয়ে একটু এগিয়ে যেতেই বাইকে চড়ে আসা জনা চারেক দুষ্কৃতী আচমকাই তাকে বোমা মারে। বোমা তার ডান কাধে এসে লাগে। বোমা মেরেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে প্রথমে আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হওয়াতে বারাসাতের ডাকবাংলো মোড়ের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের উপকূলেই আছড়ে পড়ল 'মিধিলি'!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ল মিধিলি। শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ বাংলাদেশের খেপুপাড়া উপকূলে ৮৫ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়েছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই ঘূর্ণিঝড়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গত ছ'ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম এবং তৎসংলগ্ন উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে থাকা ঘূর্ণিঝড় ২৫ কিলোমিটার বেগে আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়েছিল। দুপুর আড়াইটা নাগাদ খেপুপাড়া থেকে ৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং চট্টগ্রাম থেকে ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল মিধিলি। এর পর তা আরও উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে এগিয়ে এসে শুক্রবার বিকালে খেপুপাড়া উপকূলে আছড়ে পড়ে। মিধিলির প্রভাবে প্রথমেই খেপুপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ভারী বর্ষণ শুরু হয়। ৬৫-৭৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। তিন ঘণ্টা তাণ্ডব চালানোর পর স্থলভাগ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রমশই শক্তি হারায় ঘূর্ণিঝড়।

গত ২৪-২৫ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে ঘূর্ণিঝড় 'হামুন' মায়ানমার উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। তার পর এই মরশুমে বঙ্গোপসাগরের বুকে দ্বিতীয় ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'। এর আগেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে একাধিক বার তছনছ হয়েছে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলির বিস্তীর্ণ এলাকা। তাই 'মিধিলি' ধেয়ে আসার খবর পাওয়ার পর থেকেই আশঙ্কায় ছিল খেপুপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তবে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, 'শক্তি' কম হওয়ার কারণে বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়লেও বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

প্রসঙ্গত, মিধিলির হালকা প্রভাব পড়ে পশ্চিমবঙ্গেও। রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মেঘে ঢাকা পড়েছে কলকাতার আকাশ। কলকাতারও কয়েকটি এলাকায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতিবারই হলুদ সতর্কতা জারি করেছিল হাওয়া অফিস। শুক্রবার আরও এক ধাপ এগিয়ে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছিল, শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হাওড়ার কিছু কিছু এলাকায়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলা যেমন হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে শনিবার পর্যন্ত। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে থাকা মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

জয়নগরকাণ্ডে জড়িত আরও আট! ধৃতদের ১১ দিনের পুলিশি হেপাজত

ত্রাণ দিতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরে তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুনে এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেপ্তার হয়েছেন। খুনের ঘটনায় আরও সাত থেকে আট জন যুক্ত রয়েছেন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। শুক্রবার ধৃত দুই ব্যক্তিকে জেরা করতে বারুইপুর থানায় আসেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সিদ্ধিনাথ গুপ্ত এবং ডিআইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) আকাশ মাঘারিয়া। ছিলেন পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালিও। এ ছাড়া তদন্তকারী দলের সদস্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ, এসডিপিও অতীশ বিশ্বাসও সেই সময় থানায় ছিলেন। আনিসুর রহমান লস্কর এবং কামালউদ্দিন ঢালিকে দীর্ঘ জেরার পর তাঁরা থানা থেকে বেরোন। পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র জানান, ধৃতদের ১১ দিনের পুলিশ হেপাজত পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে তদন্তে অনেক অগ্রগতি হবে। তাঁর সংযোজন, 'এই ঘটনায় আরও সাত- আট জন জড়িত থাকতে পারে।' তবে খুনের কারণ রাজনৈতিক নাকি ব্যক্তিগত, এ নিয়ে এখনই তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জানান, তদন্ত চলছে। এ নিয়ে এখনই আর বেশি কিছু বলা যাবে না। জয়নগরে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় শুক্রবারই আনিসুর এবং কামালউদ্দিনকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাঁদের ১৪ দিনের জন্য হেপাজতে চায়। কিন্তু বিচারক ১১ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। খুনের ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছেন দুই অভিযুক্তই। তাঁরা দু'জনেই ধরা পড়েন বৃহস্পতিবার। পুলিশের দাবি, তৃণমূল নেতাকে গুলি করার দায়িত্ব ছিল ধৃত শাহরুল্ল শেখ এবং গণপ্রহারে মৃত শাহাবুদ্দিনের উপর। তবে খুনের গোটা পরিকল্পনা করেন ওই আনিসুর। তাঁকে এবং শাহরুলকে জেরা করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে। তদন্তকারীদের একটি সূত্রের দাবি, সইফুদ্দিন খুনে তাঁর বাড়ির লোকও জড়িত রয়েছেন। এদিকে, জয়নগরের দোলুয়াখাকিতে ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার পথে এ বার বাধার মুখে পড়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলও। শুক্রবার দুপুরে গুদামের হাট এলাকায় কংগ্রেস নেতাদের আটকায় পুলিশ। তখন আইনের বই হাতে তাঁদের আটকানোর কারণ জানতে চান কংগ্রেস নেতারা। পাশাপাশি প্রতিবাদে রাস্তায় বসে পড়েন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের নেতারা। এর আগে বাম প্রতিনিধি দল এবং ভাঙড়ের বিধায়ক তথা আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকিকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি প্রশাসন। পুলিশের যুক্তি, গ্রামে শান্তি বজায় রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের অভিযোগ, সব কিছুকে রাজনৈতিক নজরে দেখা হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ নয়।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস জানান, শুধু গ্রামের লোকেরাই গ্রামে থাকবেন। গ্রামে শান্তি বজায় রাখতে আপাতত বহিরাগত মানুষকে গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছেন না তাঁরা।

আইসি বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল নেতার খুনের পরই জয়নগর থানার আইসি বদলি! দায়িত্বে বারুইপুরের গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার। গত সোমবার তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর খুন হন। ইতিমধ্যে তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছেন ওই খুনের ঘটনায়। এরই মধ্যে বদলি করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর জায়গায় আনা হল বারুইপুর গোয়ান্দা পুলিশের অফিসার পার্থসারথি পালকে।

মধ্যপ্রদেশে ৭১ শতাংশ, ছত্তিশগড়ে ৬৮ শতাংশ

বিক্ষিপ্ত হিংসায় ভোটগ্রহণ

ভোপাল ও রায়পুর, ১৭ নভেম্বর: বিকাল ৫টা পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে ভোট পড়েছে ৭১.১৬ শতাংশ। অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ে ভোট পড়েছে ৬৮.১৫ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশে একদফায় ২৩০টি বিধানসভা আসনে এদিন ভোটগ্রহণ হয়। ছত্তিশগড়ে দ্বিতীয় দফায় মোট ৭০টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়। ভোটগ্রহণের একবারে শেষ পর্যায়ে ছত্তিশগড়ের গাড়িয়াবন্দ জেলায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে এক আইটিবিপি জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। ওই জওয়ান ভোটকর্মীদের নিরাপত্তা দিচ্ছিলেন। সেই সময়ে বিস্ফোরণ হয়। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলার দিমানি বিধানসভা কেন্দ্র সবথেকে বেশি উত্তপ্ত হয়েছে এদিন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এই আসনের প্রার্থী। এদিন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পাথর ছোঁড়াছুড়ি হয়। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভিডিও সামনে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে দুই গোষ্ঠীর সমর্থকরা একে অপরের উদ্দেশ্যে পাথর ছুঁড়ছেন। দিমানি বিধানসভার ১৪৮ নম্বর বুথে এদিন অশান্তি শুরু হয়। পরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ সেই এলাকায় পৌঁছয়।

প্রসঙ্গত, গত ৭ নভেম্বর ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার ভোট ছিল। তার আগের রাতে ৬ নভেম্বর ছত্তিশগড়ের কানকের জালায় আইইডি বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে বিএসএফ-এর এক জওয়ান-সহ ২ ভোটকর্মী জখম হয়েছে। ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে মাওবাদীরাই ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬২১৮ নং এফিডেভিট বলে Pundari Kashkya Chakraborty S/o. Purusottom Prasad Chakraborty ও Pundari Kaksha Chakraborty S/o. P. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১১/২৩ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৭২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Anamika Banik W/o. Sajal Banik D/o. Arun Kumar Sinha of Thakurgali, Near Kalibari Gali, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Arun Kr. Sinha ও Arun Kumar Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৩১ নং এফিডেভিট বলে Sekh Mohiuddin S/o. Sekh Mansur Ali ও Sk. Mohiuddin S/o. Sk. M. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohmed Yasin Ishaq Shaikh, Sk. Mohammad Yasin ও Iyasin Md. of Jahira, Haraldaspur, Pandua, Hooghly, Pin-712134, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Firoja Begam, আমার পুত্র Md. Yakub.

নাম-পদবী

গত ১৭/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Mohmed Yakub Mohmed Yasin Shaikh (Old name) of Jahira, Haraldaspur, Pandua, Hooghly, Pin-712134, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md. Yakub (new name) S/o. Sk. Mohammad Yasin নামে পরিচিত হইয়াছি। Mohmed Yakub Mohmed Yasin Shaikh & Md. Yakub S/o. Sk. Mohammad Yasin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯১৩ নং এফিডেভিট বলে Sk Nowsher Ali S/o. Sk Atar Ali ও Sk Nauser Ali S/o. Sk. A. Ali সাং কাশ্বাড়া, পোলবা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯১৫ নং এফিডেভিট বলে Kartick Chandra Halder S/o. Jitendra Nath Halder ও Kartick Halder S/o. J. Halder সাং গজঘন্টা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম লালবাগ সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশান ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

মোকর্দ্দমা নং ৭ /২০২৩ মিস (প্রবেট)

দরখাস্তকারীঃ রথীন্দ্রনাথ গোস্বামী, পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী, সাং বাঁশগোলা রোড, পোঃ, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ।

-বনাম-

প্রতিপক্ষ- ১। সবিতা গোস্বামী, স্বামী মৃত রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী, সাং বাঁশগোলা রোড, পোঃ, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ। ২। তৃপ্তি মুখার্জী, স্বামী গৌতম মুখার্জী, সাং বেলিয়া, পোঃ হাড়িভাঙ্গা প্রসাদপুর, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ। হাল সাং বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ, থানা ও জেলা মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিষয়ে অধুনামৃত রবীন্দ্রনাথ গোস্বামী কর্তৃক ইংরাজী ০৭/০৮/২০১৯ তারিখ মোতাবেক বাংলা সন ১৪২৬ সালের ২১শে শ্রাবণ তারিখে সম্পাদিত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন। অতএব, interested সকল ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে interested ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ আগামী ইংরাজী ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় অত্র আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

অদ্য সন ২০২৩ সালের ১১/১০ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

"ক" তপশীল

১। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৮৭নং কুমীরদহ মধ্যে **খং নং**-সাবেক ৮৫৮ হাল ১৪১, **দাগ নং**-সাবেক ২৭৭৪ হাল ৩০৮০, **রকম**-আউশ, **পরিমাণ**-৪৭ শতক মধ্যে ২৫ শতক।
২। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৮৭ নং কুমীরদহ মধ্যে
খং নং- সাবেক ৭৩৩ হাল ১৪১, **দাগ নং-** সাবেক ২৯৪৩ হাল ৩২৫৩, **রকম-** আউশ, **পরিমান-** ৩৭ শতক মধ্যে ১৩ শতক।
৩। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৫৩নং রাজাবাজার (ওয়ার্ড নং ৭) মধ্যে
খং নং- সাবেক ৪৭ হাল ৫৭০, **দাগ নং-** সাবেক ২৬২ হাল ৩৩৪, **রকম-**বাড়ী, **পরিমান**-০৪শতক মধ্যে ০২ শতক।

"খ" তপশীল

১। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৮৯নং চর চাতরা মধ্যে
খং নং-সাবেক ৪০২ হাল ১২৫, **দাগ নং-** সাবেক ৩৪৬ হাল ১২১৮, **রকম**-আউশ, **পরিমাণ-** ৩৪শতক মধ্যে ৩৩ শতক
২। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৫৩নং রাজাবাজার (ওয়ার্ড নং ৭) মধ্যে
খং নং- সাবেক ৪৭ হাল ৫৭০, **দাগ নং**-সাবেক ২৬২ হাল ৩৩৪, **রকম**-বাড়ী, **পরিমাণ**-০৪শতক মধ্যে ০২শতক (পাকা রাস্তা সংলগ্ন)
৩। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৬০নং মোগলটুলী মধ্যে
খং নং- সাবেক ৩৩০, হাল ১০১অকৃ ও ২০৪কৃ **দাগ নং**-সাবেক ৭০ হাল ১৯৩, **রকম-** আউশ, **পরিমাণ-** ০৪২ শতক মধ্যে ১৩৯২০বর্গলিঙ্ক তন্মধ্যে ৬৯৬০বর্গলিঙ্ক (বাংলা মাপে চার কাঠা সাড়ে তিন ছটাক)
৪। জেলা ও থানা মুর্শিদাবাদ, মৌজা ৬০নং মোগলটুলী মধ্যে
খং নং- সাবেক ৩৩০ হাল ১০১ অকৃ, **দাগ নং-** সাবেক ৭০ হাল ১৯৩, **রকম-** আউশ, **পরিমাণ-** ০৪২শতক মধ্যে ৪৯৫০বর্গলিঙ্ক তন্মধ্যে ২৪৭৫ বর্গলিঙ্ক (বাংলা মাপে দেড় কাঠা)

আদালতের আদেশানুসারে
স্বা/- চন্দ্রচূড় ঘোষ।
সেরেস্তাদার
লালবাগ মুন্সেফ আদালত মুর্শিদাবাদ

CHANGE OF NAME

I, **SALINI GHOSH** daughter of Amit kumar Ghosh aged about 25 years by faith Hindu, presently residing at 11/8 Dharmatala Lane, khurut, P.S. Shibpur, Howrah-711101, West Bengal. **Shall henceforth be known as SHAEELA GHOSH** vide an affidavit shorn before the Hon'ble kolkata Metropolitan Magistrate Court at 17.11.2022. **SALINI GHOSH** and **SHAEELA GHOSH** all are the same and one identical person.

CHANGE OF CASTE

I, PRAKASH GUPTA S/O Parmeswar Gupta residing at 169/8, Natungram Road, Saheb Bagan, P.O.-Shyamnagar, P.S. - Jagatdal, Dist - North 24 Parganas, PIN - 743127, WB do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 19.08.2022 that KRRISH GUPTA is my son and KRITIKA GUPTA is my daughter. We originally belong to the OTHER BACKWARD CASTE (OBC) and our community is "MOIRA MODAK" HALWAI vide Schedule Caste & Tribe Welfare Department, Govt. of West Bengal notification No. 346-TW/EC dated 13th July, 1994. Inadvertently, in the OBC certificates to my son KRRISH GUPTA & daughter KRITIKA GUPTA, issued by the SDO, Barrackpore, the caste has been written as "TELI KOLU". A correction as "MOIRA MODAK" HALWAI in place of "KOLU TELI" is requested to avoid future complications.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মোকাম চুঁচুড়ার প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত

২০২২ সালের ১০৭ নম্বর মিস কেস

(২০১৪ সালের ৯৮৬৮ নম্বর দেওয়ানীমোকর্দ্দমা সংক্রান্ত)

দরখাস্তকারী- সুভাষ পাত্র, (বনাম)
প্রতিপক্ষ - জয়ন্ত দাস দীগর,
৫ নং প্রতিপক্ষ/ বিবাদী মমতা দাস, স্বামী- ˚ প্রদীপ দাস, ৬ নং প্রতিপক্ষ/ বিবাদী প্রিয়াঙ্কা দাস, পিতা- ˚ প্রদীপ দাস, সর্ব সাকিম- কেওটা ঘোষপাড়া, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন নং-৭১২১০৪।

বাদীর তরফে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ- দেবানন্দপুর, গ্রাম-কৃষ্ণপুর এর সতীশ পাত্র'র পুত্র সুভাষ পাত্র উপরোক্ত ৫ নং এবং ৬ নং প্রতিপক্ষ/বিবাদীর বিরুদ্ধে জেলা-হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, জে.এল. নং- ১, আর. এস. খতিয়ান নং- ৩৯, আর. এস. দাগ নং- ৮২, এল.আর খতিয়ান নং- ৮১৭, এল.আর দাগ নং- ৯৮. এর-১৪ শতকের মধ্যে ৩০' ফুট x ১২' ফুট = ৩৬০ বর্গফুট, ডাঙ্গা জমি লইয়া উপরোক্ত দেওয়ানী মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত মিস কেস মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। একারন অত্র বিজ্ঞাপিত করিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ৫ নং এবং ৬ নং প্রতিপক্ষ/ বিবাদীগণ ইংরাজী- ২০২৩ খৃষ্টাব্দের- ১১-১২-২০২৩ তারিখ- এ উপরোক্ত আদালতে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় স্বয়ং কিম্বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে তাহাদের বক্তব্য মৌখিক ভাবে অথবা লিখিত ভাবে দাখিল করিবেন, কিম্বা আপত্তি পত্র দাখিল করিবেন, নচেৎ তাহাদের বিরুদ্ধে একতরফা অর্ডার মাননীয় আদালত কর্তৃক প্রচারিত হইবে।

দরখাস্তকারী/বাদীর তরফে
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট

ইতি-
আদালতের অনুমত্যানুসারে
Abja Banerjee
সেরেস্তাদার
চুঁচুড়ার প্রথম সিভিল জজ
(জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত, হুগলী,
০৪-১০-২০২৩

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই নভেম্বর । ১লা অগ্রহায়ণ ।পঞ্চমী তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। শুভ বিবাহ যোগ। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্যও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : আজ শনিবার। খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক , বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : পরিবারে শান্তি আজ ধন প্রাপ্তি ,অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদ প্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতি উত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে দূর ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর , জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি বিশেষতঃ যারা ঔষধের ব্যবসা করেন। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আগামীকাল ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা ও দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আজ একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে ও সমাজে এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। মাসি মেসো সম্পর্ক উন্নতি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র শং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : আনন্দ বৃদ্ধি। শনিবার। পুরাতন বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বিদ্যার্থী দের শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পরিবারে কিছু জটিলতা হতে পারে। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আজ শনিবার। মন মানসিকতা কষ্টদায়ক। হঠাৎ করে অর্থ ক্ষতি। সচেতন থাকা শুভ। আজ তর্ক বিতর্কে গেলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সচেতন ও আজ ধৈর্য রাখলে,অতীব শুভ যোগ। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। গোপন আলোচনা দ্বারা শুভ। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করে ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌড় বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আলু চাষের জন্য অপরিহার্য সারের উপর এবার ভর্তুকি কমাল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বঙ্গ বিরোধী পদক্ষেপ কেন্দ্রের মোদি সরকারের। আলু উৎপাদনে দেশের মধ্যে অন্যতম শীর্ষ স্থানে রয়েছে বাংলা। এবার আলু চাষের জন্য অপরিহার্য সারের উপর ভর্তুকি কমিয়ে রাজ্যের কৃষকদের জন্য সঙ্কট তৈরি করল কেন্দ্র। আলু-সহ রবিশস্য চাষে অপরিহার্য এনপিকে ১০ঃ২৬ঃ২৬ পটাশ সার। রবি মরশুমে রাজ্যে ৬ লাখ ৭২ হাজার হেক্টর কৃষি জমির জন্য ৫ লক্ষ ১ হাজার মেট্রিক টন এনপিকে সারের প্রয়োজন হয়। যার মধ্যে আলু চাষের জন্য লাগে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন সার। এবার রাজ্যের চাহিদা মত সার দেয়নি কেন্দ্র। যার জন্য আগেই প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। এবার ভর্তুকির অঙ্ক কমিয়ে রাজ্যকে নতুনভাবে বঞ্চনার ছক কষা হল বলে রাজ্যের কৃষি কর্তাদের দাবি।

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শুক্রবার নবান্নে জানিয়েছেন, এই সারের উপরে একসময় প্রতি কেজিতে ২২ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হলেও গত খ রিফ মরশুমের আগে তা কমিয়ে ২ টাকা ৩৮ পয়সা করে দেওয়া হয়েছে। এরফলে দরিদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। পাশাপাশি রাজ্যের চাহিদামত যোগান না দেওয়ায় এই সার নিয়ে কালোবাজারি শুরু হয়েছে। যা রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য। এদিন কৃষিমন্ত্রী জানান, 'কালোবাজারি রুখতে আমরা একাধিক ব্যবস্থা নিচ্ছি। প্রয়োজনে ডিলারদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হতে পারে।' সেইসঙ্গে তিনি এও জানান, কালোবাজারি রুখতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। যেসব জায়গা থেকে অভিযোগ বেশি আসছে, সেইসব জায়গার দোকানগুলিতে হানা দেওয়া হচ্ছে। কী দামে সার বিক্রি করছে তারা, গোডাউনে সার মজুত করে রাখা হয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে রাজ্য প্রশাসনের তরফে।

জানা গিয়েছে, দোকানে দোকানে কীভাবে সারের বিক্রি হচ্ছে, দাম কত নেওয়া হচ্ছে ক্রেতাদের থেকে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে দোকানগুলিতে সারের মূল্য তালিকা টাঙানো আছে কিনা তা নজর রাখা হচ্ছে। যদি না থাকে অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে দোকানগুলিকে। পাশাপাশি, মজুত সারের হিসেব মিলিয়ে দেখছে জেলা পুলিশ-প্রশাসন।

জগদ্দলে রাস্তার ধার থেকে ভবঘুরের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল থানার শ্যামনগর নতুনগ্রাম রোডের শতদলপল্লির রাস্তার ধার থেকে শুক্রবার সকালে পুলিশ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুবল পাল (৬২)। তাঁর বাড়ি জগদ্দল থানার শ্যামনগর সতীন সেন নগরে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। মৃতের ভাইপো গৌতম পাল জানান, শতদল পল্লিতে একটি নির্মীয়মান বাড়ির সিঁড়িতে বসে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। কাকা ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। কয়েকদিন ধরে ওনার শরীর খুব খারাপ ছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধেতে ওনার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ওনি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে চাননি। গৌতম আরও জানান, এদিন সকালে শতদল পল্লির একজন বাড়িতে এসে খবর দেন উনি মারা গিয়েছেন।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের উদ্যোগে শুরু 'স্ট্রোকস অ্যান্ড স্ট্রাইকস'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনকো গোল্ড এবং ডায়মন্ডসের উদ্যোগে শুরু হল 'স্ট্রোকস অ্যান্ড স্ট্রাইকস' পেইন্টিং প্রদর্শনী। শুক্রবার প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিত্রশিল্পী শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, চিত্রশিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী ববিতা দাস এবং শিপ্রা ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ডস এবং ডায়মন্ডসের তরফ থেকে গ্যালারি গোল্ডের প্যাট্রন তথা সংস্থার ডিজাইন ও মার্কেটিং ডিরেক্টর জয়িতা সেন এবং সংস্থার কর্ণধার তথা গ্যালারি গোল্ডের প্যাট্রন শুভঙ্কর সেনও। এই প্রদর্শনী চলবে ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর। এদিনের এই প্রদর্শনী সম্পর্কে জয়িতা সেন জানান, এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন ভারতের এবং বিদেশের ২৬ জন শিল্পী। যাঁরা তাঁদের কাজ ফুটিয়ে তুলেছেন নানা

মাধ্যমে। এই প্রদর্শনীকে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে নবাগত শিল্পীদের কাজ। এই প্রদর্শনীর সূত্রেই তাঁদের শৈল্পিক সত্ত্বা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে বলেও মনে করছেন তিনি।

এরই পাশাপাশি সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের কর্ণধার শুভঙ্কর সেন জানান, 'গ্যালারি গোল্ড সকল শিল্পপ্রেমীদের জন্য একটি বিশেষ স্থান। যেখানকার অনুষ্ঠানগুলি দর্শকদের মধ্যে একটি ইন্টারফেজ হিসাবে কাজ করে। শুধু তাই নয়, সৃজনশীল প্রচেষ্টায় গ্যালারি গোল্ড আজ যে কোনও শিল্প বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সবচেয়ে পছন্দের গ্যালারি।'

শুক্রবার বিজেপি নেতা এবং বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী ক্যানিং স্ট্রিট এবং নেতাজি সুভাষ রোডের সঙ্গমে শ্রী মহাশক্তি শিবসাগর সমিতি আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে শাড়ি, গামছা, নারকেল, লেবু, ধূপকাঠি বিতরণ করেন। এছাড়া সিঁদুর ও লোটা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিশির বাজোরিয়া, তমাঘ্ন ঘোষ, উমেশ রায়, বিজয় ওঝা, কুশল পাণ্ডে এবং সাধারণ সম্পাদক ভোলা প্রসাদ সোনকার।

অনলাইনে খাজনা জমা দেওয়ার পদ্ধতি সরলীকরণের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার অনলাইনে খাজনা জমা দেওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে পদ্ধতিগত সরলীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ভূমি দপ্তর জানিয়েছে, বর্তমানে অনলাইনে খাজনা জমা দিতে গেলে ১৩টি নির্দিষ্ট তথ্য আপলোড করতে হয়। তবে এবার থেকে একবার অনলাইনে খাজনা জমা দেওয়ার পর পরের বছরগুলি সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের আর ওই ১৩টি তথ্য জমা করতে হবে না। খাজনা জমা দেওয়ার সময় এলে নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের মোবাইলে একটি লিঙ্ক পাঠানো হবে। সেই লিঙ্কে ক্লিক করে খুব সহজেই অনলাইন তাঁরা জমির খাজনা মেটাতে পারবেন।

জন সাধারণের হয়রানি কমাতে গত বছর অনলাইনে খাজনা জমা দেওয়ার পরিষেবা চালু করেছিল রাজ্য সরকার। দীর্ঘক্ষণ ভূমি দপ্তরের কার্যালয়ে লাইনে না দাঁড়িয়ে, দালালদের থেকে হয়রানি আটকাতে অনলাইনে খাজনা জমা দেওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই পরিষেবা চালুর পরে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ২২ লাখ মানুষ অনলাইন পদ্ধতিতে খাজনা জমা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

ভূমি দপ্তর তরফে জানা গিয়েছে, বর্তমানে জমির খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, জেলা, ব্লক, মৌজা, আবেদনকারীর নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেল আইডি, আধার নম্বর ইত্যাদি তথ্য আপলোড করতে হয় খাজনা জমা দেওয়ার সময়। এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পাঠানো ওটিপির মাধ্যমে মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি যাচাই করা হয়। এছাড়া অনলাইনে জমা করতে হয় শেষবার জমা দেওয়া খাজনার রশিদের ফটোকপিও। তবে বারবার যাতে এই তথ্য আপলোড করতে না হয়, সেই ঝক্কি এড়াতে এবার থেকে বারবার এসব তথ্য জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। একবার এই তথ্য আপলোড করার পরেই পরের বছর থেকে নির্দিষ্ট লিংকে গিয়ে অনলাইনে খাজনা জমা দেওয়া যাবে। খাজনার রশিদ ই-মেইল আইডিতে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

হাওড়া বিভাগে পূর্ব রেলের সবুজ উদ্যোগের সফল রূপায়ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বিভাগের বালি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর ও শেওরাফুলি ইত্যাদি প্রমুখ স্টেশনে ১৩০ কিলো-ওয়ার্টের সোলার প্লান্ট বসানো হয়েছে। এর মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা ও উর্যার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলেই পূর্ব রেল দাবি করেছে।

চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই হাওড়া বিভাগের সোলার প্লান্টের পরিকাঠামো থেকে ৩,৭০,৩৫৩ কিলো-ওয়াট পরিশ্রুত উর্যা তৈরি সম্ভব হয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের মধ্যে ২৯৬৫ কিলো-ওয়াট প্লান্ট থেকে২,২২,১১৪ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছে যা কিনা সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রকল্পর মাধ্যমে। এছাড়া ২০৬০ কিলো-ওয়াট প্লান্ট থেকে ১,৪৮,২৩৯ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়েছে, যা কিনা সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগ ছাড়াই। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে যেমন চিরাচরিত শক্তি উৎস থেকে নির্ভরযোগ্যতা কমাবে, পাশাপাশি ডিসকম-এর উপর রেলের নির্ভরযোগ্যতা কমাবে। পূর্ব রেল এই পরিবেশ-বান্ধব উর্যার শক্তিকে ব্যবহার করে এক নির্ভরযোগ্য সবুজ রেল নেটওয়ার্ক তৈরির কাজে বদ্ধপরিকর।

শব্দ বাজির বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমে যাত্রী সুরক্ষা বাড়াতে রেলের ডগ স্কোয়াড- সহ রেল সুরক্ষা আধিকারিকরা হাওড়া, আসানসোল, শিয়ালদা, মালদা চার বিভাগে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

রেলের কামরাতে, স্টেশনে, পার্সেল বিভাগে ও স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। উৎসবের মরশুমে শব্দ বাজির উপরে এই অভিযানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৮ তারিখ ১৬ তারিখ পর্যন্ত ১০৯ টি ট্রেনের সবকয়টি কামরাতে এই অভিযান চালানো হয়। পাশপাশি এই অভিযান ৫৪৫ টি ট্রেনে চলে। ৯০ টি স্টেশনে এই অভিযান চালানো হয়। ২৫ টি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন লাইন ও রেল ইয়ার্ডে অভিযান চলে। এই কাজে ৮৪ জন রেল সুরক্ষা আধিকারিক যোগদান করেন। ভারতীয় রেল আইনের ১৬৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ৫২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতীয় রেল আইনের ১৬৭ ও ১০১ ধারাতে ৪১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাদের থেকে ধূমপান, শব্দ বাজি ও কেরোসিন স্টোভ সহ একাধিক বস্তু উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও ভারতীয় রেল আইনের ১২৪ নম্বর ধারাতে ১২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এছাড়াও হাওড়া বিভাগের বিহার, উত্তর প্রদেশগামী ট্রেনের জেনারেল দ্বিতীয় শ্রেণির কামরাগুলোতে ভিড় সামলানোর বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

হাওড়া স্টেশনে ২৪ ঘণ্টার জন্য আপদকালীন কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। যেখানে ২৪ ঘণ্টা রেল আধিকারিকরা তাদের কর্তব্য পালন করছেন বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, যাত্রী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শব্দ বাজি, দাহ্য বস্তুর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। নতুন উদ্ভাবনী পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ এবং একাগ্রতাকে সঙ্গী করে যাত্রী সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সংগীত ভিডিওর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কলকাতা: আইলিড ও পিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রদীপ চোপড়া, একজন নতুন প্রজন্মের উদ্যমী, শিক্ষাবিদ, দানকারী এবং লেখক। মুর্শিদাবাদ কে বিশ্বের দরবারে একটি শ্রেষ্ঠ পর্যটন স্থান হিসেবে প্রচার করতে এবং এর পর্যটন স্থানগুলোর আকর্ষণকে দৃষ্টিগোচর করতে তাঁর তিনটি সংগীত-ভিডিও প্রকাশ করা হল। এই সংগীত মুখর ভিডিওগুলো আইলিড ক্যাম্পাসে প্রদর্শন করা হবে। আজিমগঞ্জের বারিকোঠি, নসীপুরের কাঠগোলা প্যালেস এবং আজিমগঞ্জের নদীপথে ভ্রমণের শুট করা পুরনো গানের উপর ভিত্তি করে এই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। এটি মুর্শিদাবাদ জেলার সব স্থানের একটি সম্পূর্ণ গাইড হিসেবেও কাজ করবে ও মুর্শিদাবাদের পর্যটনশিল্পকে উন্নত করতে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। এই ভিডিও লক্ষ লক্ষ দর্শক এটি সানন্দে দেখবে বলে আশা করছি, যা মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে লক্ষ লক্ষ দর্শকের দরজায় পৌঁছে দেবে এবং মুর্শিদাবাদের পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে একটি উঁচু স্থান করে দেবে বলে মন্তব্য করলেন প্রদীপ চোপড়া। সংগীত ভিডিও উদঘাটনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ অতিথি অভিনেত্রী জারিনা ওয়াহাব এবং বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের বিখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক চিরঞ্জীত চক্রবর্তী।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১৮ নভেম্বর ২০২৩ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শনিবার

থানায় যুবকের রহস্যমৃত্যু: ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণ করতে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবারকে এত দিন মামলায় যুক্ত করা হয়নি। তারা মামলায় যুক্ত হয়ে বক্তব্য জানাতে পারবে বলে শুক্রবার আদালত জানিয়েছে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার মামলায় পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, মৃত ব্যক্তির মরদেহ অবিলম্বে কলকাতা পুলিশ মর্গ থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাইকোর্ট শুক্রবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, থানার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। ফুটেজ কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। পুলিশ কমিশনারকে বলা হয়েছে, সিডি বা অন্য কোনও ডিভাইসে ফুটেজ রেকর্ড করে রাখতে। তার শংসাপত্র নিতে হবে বলেও জানিয়ে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ বলেছে, ফুটেজ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায় পুলিশকেই নিতে হবে।

মৃতের পরিবারের দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের আবেদনে এখনই সাড়া দেয়নি হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, পরিবারকে এ বিষয়ে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য আদালতে জমা দিতে হবে। তারপরেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। কলকাতা পুলিশের তরফে শুক্রবার হাইকোর্টে এই মামলার কেস ডায়েরি এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বুধবার মধ্য কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ডেকে পাঠিয়ে অশোক সিংহ নামে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তোলে তাঁর পরিবার। এই ঘটনার জেরে বুধবার সন্ধ্যায় অবরুদ্ধ হয়ে যায় কলেজ স্ট্রিট। পরিবারের দাবি, চুরির মোবাইল কেনার অভিযোগে যুবককে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মারধরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পরিবার। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানান বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। একই সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার ওসিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবিও তোলেন তিনি।

ইডির তলবে সাড়া দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে দুই পুরকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার ইডির তলবে সাড়া দিয়ে টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী হাজির হলেন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে। এ নিয়ে চারবার তাঁকে তলব করল ইডি। পাশাপাশি এদিন ইডির তলবে হাজির হন বরানগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মৌলিক। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নানা সময়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডাক পাচ্ছেন বিভিন্ন পুরসভার প্রধানরা। একাধিকবার তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দিয়ে দুর্নীতি তদন্তের কিনারা করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। নানা সময়ে নথি, তথ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের সেই তলবে সাড়াও দিয়েছেন পুরপ্রধানরা। তাঁর ডাক কবে আসবে, তা জানতে বুধবার ইডি দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন প্রশান্ত চৌধুরী। তার ঠিক ২ দিনের মধ্যেই তলব পেলেন তিনি। গত বুধবার আচমকাই টিটাগড়ে প্রাক্তন পুরপ্রধানকে দেখা যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে। তলব পেয়ে এসেছেন তিনি? এই প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছিলেন, আমি এসেছিলাম জানতে যে ওঁরা কবে আসবেন। যিনি আইও, তাঁর কাছে জানতে এসেছিলাম, কবে আমাকে আবার আসতে হবে। বললেন পরে ফোন করে জানাবেন। এর ২ দিন পর, শুক্রবারই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় ইডি দপ্তরে। ডাক পেয়ে নির্ধারিত সময়েই প্রশান্তবাবু সেখানে পৌঁছে যান। সঙ্গে নথিপত্র।এর আগে গত ৭ এবং ৮ নভেম্বর তাঁকে তলব করে ইডি। ওই দু'দিন ইডি দপ্তরে হাজিরাও দিয়েছিলেন প্রশান্ত চৌধুরী। এই তলবের আগে প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যানের বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সেই সময় তাঁর দুটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করে ইডি। এরপর ইডি দপ্তরে তলব।

প্রশান্তবাবুর দাবি, নথি দিতেই কেবলমাত্র ইডি দপ্তরে আসতে হচ্ছে তাঁকে। এদিন ইডির তলব পেয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজির দিয়েছেন বরানগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মৌলিক। তাঁর বিরুদ্ধেও পুর নিয়োগ দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ ওঠায় নথিপত্র-সহ তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ, নমোকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী বছরেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে জনসংযোগে কোনও খামতি রাখছে না বঙ্গ বিজেপি শিবির। সম্প্রতি বিজয়া সম্মিলনীকে হাতিয়ার করেও মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা দেখা গিয়েছে বঙ্গ বিজেপির। আর এবার এক লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ। খাতায় কলমে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও ধর্মীয় একটি কর্মসূচি। আয়োজনেও সরাসরি বিজেপি নেই। আয়োজন করছে বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরের মিলিত একটি মঞ্চ। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানাতে দিল্লিতে গেলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হচ্ছে বাংলায়। শুক্রবার সকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। সঙ্গে ছিলেন সাধু-সন্তদের এক প্রতিনিধি দল। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুক্রবারই দিল্লিতে দেখা করার কথা রয়েছে সুকান্তবাবুর। সেখানেই প্রধানমন্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি। বিমানবন্দর চত্বরে সাংবাদিকদের নিজেই সে কথা জানালেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বললেন, বিভিন্ন মঠ ও মন্দিরে তরফ থেকে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। তাঁরা এক লাখ কণ্ঠে গীতাপাঠের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আজ আমি দিল্লিতে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। গীতা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২৪ ডিসেম্বর এই এক লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হচ্ছে কলকাতায়। সুকান্তবাবু বলেন, সেদিন প্রধানমন্ত্রী যাতে কলকাতায় আসেন এবং গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে এক লাখ মানুষের মাঝে যাতে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন, সেই আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই কারণেই এই দিল্লিযাত্রা। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের মুখে এই ধর্মীয় কর্মসূচি ঘিরেও বিজেপি মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাজে কদমতলা ঘাটে চলছে ছটপুজোর প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

ঠাকুরপুকুরে অস্বাভাবিক মৃত্যু পরিচারিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ঠাকুরপুকুরে পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু। আর এই ঘটনায় আটক করা হল বাড়ির কর্তা গোপাল বিশ্বাসকে। ঠাকুপুকুর থানা সূত্রে খবর, যে বাড়িতে প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য নামে বছর তেত্রিশের ওই মহিলা কাজ করতেন সেই বাড়ির শৌচাগার থেকেই উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। মহিলার বাড়িতে স্বামী ছাড়াও দুই কন্যা সন্তানও রয়েছে। তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ঠাকুরপুকুর থানার তরফ থেকে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, 'বিয়ের পর থেকে ওর শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার হত। লাগাতার অত্যাচার চলত। কিন্তু, ও ভালো মেয়ে বলে থেকে গিয়েছিল। ওর বর ওকে মদ খাওয়া ধরিয়েছে। ওর বর যে ওকে মারত, সেটা আমাদের প্রায় বলতো। দেখাতো মারের চিহ্নও। ওর বরের পাশাপাশি মেয়েরাও ওকে মারত। ওর বর ওকে খেতে দিচ্ছে না বলে ও লোকের বাড়িতে কাজ করছে, এমনও অভিযোগ জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। ও যাতে ন্যায্য বিচার পায় সেটা আমরা চাই। তাই ওর স্বামীর বিরুদ্ধেই আমাদের মূল অভিযোগ। ওর স্বামীর জন্যই আজ ওর এই অবস্থা হয়েছে। আর স্বামীর জন্যই ওকে বাইরে কাজ করতে হত।'

অন্যদিকে স্বামী প্রদীপ ভট্টাচার্য জানান, 'ও রোজ মদ খেত। আমার মানিব্যাগ থেকে হাজার টাকা চুরি করে আমার দুই মেয়েকে একশো টাকা করে দিয়ে দেয়। বাকি টাকা নিজের কাছে রাখে। এটা জানতে পেরে আমি ওকে দু'টো থাপ্পড় মেরেছিলাম। তারপর ও আর বাড়িতে ছিল না। রাতে ভেবেছিলাম ফিরে আসবে। খুঁজেও ছিলাম। পাইনি। তারপর তো এখন সব জানতে পেরেছি। ও যে লোকের বাড়ি কাজ করত সেটা বলেছিল। ভোরে যার বাড়িতে কাজ করত তিনি এসে আমাকে ডাকেন। উনি বলেন বাথরুমে আমার স্ত্রী পড়ে গিয়েছে।'

এসএসসি নিয়োগ মামলার শুনানির জন্য গঠিত হল ডিভিশন বেঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালত ৬ মাস সময়সীমা বেঁধে দেয়। এদিকে বৃহস্পতিবার এই বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। এরপর দ্রুত বেঞ্চ গঠন করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

এবার সেই এসএসসি নিয়োগ মামলার শুনানির জন্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে পাঠানো হল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা। এসএসসি মামলার শুনানির জন্য শুক্রবার এই ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করে দিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলা ফিরিয়ে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। গত ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চ মামলা ফিরিয়ে দেয় হাইকোর্টে। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত এও জানায়, আগামী ৬ মাসের মধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলার শুনানি শেষ করে কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বিশেষ বেঞ্চ গঠন করারও পরামর্শ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এর পাশাপাশি ২ মাসের ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সিবিআইকেও।

এদিকে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীরা বছরের পর বছর ধরে রাস্তায় বসে রয়েছেন। কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে চাকরিপ্রার্থীদের একাধিক মঞ্চ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক মামলা হচ্ছে হাইকোর্টে। কিন্তু তাঁদের সুরাহা এখনও মেলেনি। এমন অবস্থায় আদালতের মুখের দিকে তাকিয়েই বসে রয়েছেন আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীরা।।

মেট্রোর কাজের জন্য গাছ কাটা যাবে না ময়দানে, বহাল হাইকোর্টের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রোর কাজের জন্য ময়দান এলাকায় নতুন করে কোনও গাছ কাটা যাবে না। আবার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই কথা জানাল।

মেট্রোর কাজের বরাদ্দ প্রাপ্ত সংস্থা 'রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড' আদালতে জানায়, হাইকোর্টের আগের নির্দেশের ফলে কাজ থমকে রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি হচ্ছে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা মেট্রো প্রকল্পের বিরুদ্ধে নই। মেট্রো পরিষেবা খুবই দরকার। মেট্রো বিলাসিতা নয়, এটা এখন প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গঙ্গার তলা দিয়ে প্রথম মেট্রো নিয়ে আমরা গর্ব করি। এটা শুধুমাত্র অন্তর্বর্তী নির্দেশ। এই সঙ্গে এদিন হাইকোর্টের বেঞ্চ জানায়, ওই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রকের বক্তব্য শুনতে চায় আদালত। তাদের হলফনামা জমা দিতে হবে। মামলায় রাজ্যের বন দপ্তরকে যুক্ত করতে হবে। গাছ কাটা নিয়ে তাদের অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানায় উচ্চ আদালত। সব পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত নেবে হাইকোর্ট। আগামী ১৯ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

এর আগে গত ২৬ অক্টোবর হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল, মেট্রো রেলের কাজের জন্য ময়দানের গাছ কাটা যাবে না। ওই অংশে মেট্রোর কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দে-র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে, আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত ময়দান এলাকায় কোনও গাছ কাটা যাবে না। শুক্রবার এই অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ বহাল রাখল আদালত।

গড়ফা থানায় হাজিরার নির্দেশ নওশাদ সিদ্দিকিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকে তলব করল পুলিশ। নোটিস পাঠিয়ে রবিবারের মধ্যে গড়ফা থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। দিন তিনেক আগে জয়নগর যাওয়ার পথে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের গাড়িতে নওশাদের গাড়ি ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এর জেরে আইএসএফ বিধায়ক ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো ও হেনস্তার অভিযোগে মামলা রুজু হয়।

আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইটের রেজিস্ট্রার। অভিযোগ ওঠে, গত মঙ্গলবার দুপুরে ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা ক্রসিংয়ের কাছে একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে নওশাদ সিদ্দিকির গাড়ি। ওই গাড়িতে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইটের রেজিস্ট্রার চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় আইএসএফ বিধায়ক, তাঁর গাড়ির চালক ও নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। তিনজনের বিরুদ্ধে গড়ফা থানায় অভিযোগ করেন তিনি। যদিও এপ্রসঙ্গে আইএসএফ বিধায়ক বলেছিলেন, 'ওই গাড়ি আমাদের গাড়িকে চাপছিল, বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। মরে যেতাম। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখলেই তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে।' ঘটনার পর নওশাদ সিদ্দিকি, তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ও গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো ও হেনস্তার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে।

ছট ব্রতীদের বাড়ি গিয়ে শাড়ি উপহার বিধায়ক পবন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের ছট ব্রতীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাড়ি উপহার দিচ্ছেন ভাটপাড়ার তরুণ বিধায়ক পবন কুমার সিং। শুক্রবার সন্ধেয় তাঁর বিধানসভা ক্ষেত্রের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছট ব্রতীদের হাতে নতুন শাড়ি তুলে দিলেন বিধায়ক পবন কুমার সিং। এদিন সকালে ১৩ ও ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছট ব্রতীদের শাড়ি দেন। এদিন দুপুরে জগদ্দলের মেঘনা লাইনে তিনি ছট পুজো উপলক্ষে শাড়ি উপহার দেন। ছট মায়ের কাছে বিধায়ক পবন কুমার সিং প্রার্থনা, ছট ব্রতীদের যেন মনস্কামনা পূরণ করেন। তাছাড়া দুঃখ দূর হয়ে এলাকায় সুখ-সমৃদ্ধি ভরে উঠুক।

নতুন বছরে বেসরকারি বাস শিল্পে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বাস মালিকেরা

শুভাশিস বিশ্বাস

বাংলায় সড়ক পরিবহণের আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা। কারণ, ২০২৪ আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই। এদিকে এই ২০২৪-এ কলকাতা এবং রাজ্যের নানা প্রান্তে যে সব বেসরকারি বাস চলছে তার অধিকাংশই তুলে নেওয়ার নির্দেশ এসেছে প্রশাসনের তরফ থেকে। কারণ, ১৫ বছর হয়ে যাওয়া কোনও বাহন যা জ্বালানি তেলে চলে তা রাস্তায় চালানো যাবে না, এমনটাই নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। পরিবেশে দূষণ ঠেকাতেই এই বিশেষ পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে আদালতের তরফ থেকে। এদিকে বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠন জয়েন্ট বাস কাউন্সিল অফ সিন্ডিকেটের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, ২০২৪-এ ১৫ বছরের পুরনো বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হলে বাস মালিকরা তো সমস্যায় পড়বেনই, একইসঙ্গে সমস্যা হবে আমজনতারও। কারণ যে সংখ্যক বাস তুলে নেওয়া হবে রাস্তা থেকে সেই সংখ্যায় বাস কেনার সামর্থ্য এই মুহূর্তে অনেক বাস মালিকেরই নেই। কারণ, গত কয়েক বছরের নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে আর্থিক সংকটে ভুগছেন তাঁরা। আর এই আর্থিক সংকটের কারণ হিসেবে যে দুটি ইস্যুকে তাঁরা সামনে আনছেন তা হল কোভিড মহামারির দুটি বছর আর দীর্ঘদিন বাসের ভাড়া বৃদ্ধি না করা।

১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের নির্দেশের প্রেক্ষিতে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তরফ থেকে বারংবার দাবি তোলা হয়েছে, বাস বাতিলের সময় আরও দু'বছর বাড়ানো হোক। এর পিছনে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তাতে জানানো হয়েছে, কোভিড মহামারির ২টি বছরে আদতে রাস্তায় বাস চলেনি। আর যা চলেছে তা অত্যন্ত কম সংখ্যায়। ফলে বেশির ভাগ বেসরকারি বাস-ই এই দুবছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। এই যুক্তিকে সামনে রেখে বেসরকারি বাস মালিকেরা আদালতেও আর্জি জানিয়েছিলেন ১৫ বছরে যান বাতিলের সিদ্ধান্তকে আরও দু'বছর বৃদ্ধি করার। সঙ্গে তাঁরা এও জানিয়েছেন, এই দু'বছরে যে লোকসানের মুখ দেখেছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা তা কিছুটা হলেও সামাল দিতে পারবেন এই সময় বৃদ্ধি করা হলে। তবে তাঁদের এই আর্জিকে এখনও মান্যতা দেয়নি আদালত। ফলে কতজন বাস মালিক ফের নতুন বাস পথে নামাতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এই বেসরকারি বাস মালিকদের মনে।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের সামনে নিয়ে এসেছেন এক তত্ত্ব। যা আর্জি হিসেবেই পেশ করা হয়েছে প্রশাসনের সামনে। তপনবাবুর বক্তব্য, ১৫ বছরের বাস পুরো বদলে না ফেলে, বদলানো হোক শুধু মাত্র ইঞ্জিন। কারণ, দূষণ ঠেকানো যেখানে মূল লক্ষ্য সেখানে সেই উৎসের পরিবর্তন করা হলেই সমস্যার সমাধান করা যায়। সেখানে বাসের বডি পরিবর্তন করার কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। কারণ, বাসের বডি থেকে দূষণ ছড়ায় না। তপনবাবু তাঁর এই ভাবনা এবং বক্তব্যকে আরও সরলীকৃত করতে বাসের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন মানব শরীরের। এরই রেশ টেনে তিনি জানান, মানব শরীরে কোনও অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কাজ না করলে তা প্রতিস্থাপন করা হয় মাত্র। সেখানে পুরো শরীর কখনই নষ্ট করা হয় না। আর এই পন্থাই তিনি নিতে বলেছেন ১৫ বছরের পুরনো বাসের ক্ষেত্রেও। আর এই প্রসঙ্গে তপনবাবুর দাবি, এই পরামর্শ যদি মানা হয় তাহলে নতুন বাস কেনার প্রয়োজন পড়বে না। খরচাও অনেকটাই কম হবে বাস মালিকদেরও। তবে তাঁর এই পরামর্শ কতটা গ্রহণ করবে সরকার সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন তিনি। তবে তাঁর এই পরামর্শ নিয়ে এখনও কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায়নি রাজ্য সরকারকে। ফলে আদতে ঠিক কী ঘটতে চলেছে তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় বাস মালিকেরা।

হাজিনগর চাঁদনী ঘাটে ছট ব্রতীদের পুজোর সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্বামী বিবেকানন্দ যুব সংগঠনের তরফে শুক্রবার বিকেলে হালিশহরের হাজিনগর চাঁদনী ঘাটে ছটব্রতী ২৫০ জনের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ছট পুজোর সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, তৃণমূল নেত্রী আলোরানি সরকার, সমাজসেবক ডাঃ ভবানীপদ গাঙ্গুলি, সোমা দাস ও স্বামী বিবেকানন্দ যুব সংগঠনের কর্ণধার অমিত চৌবে। এদিন রাজা দত্ত বলেন, সামাজিক কাজ করতে গেলে কোনও ব্যানারের প্রয়োজন হয় না। ব্যারাকপুরের জনপ্রিয় সাংসদ সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ান। তাঁর সহযোগিতায় এদিন ছট ব্রতীদের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

সম্পাদকীয়

শিক্ষায় আনতে হবে রাজনীতিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী

বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য বিদ্যায়তনগুলিতে আর্থিক সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহযোগিতার আবেদন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে। গত বছর কয়েক ধরে সরকারি শিক্ষালয়গুলিতে তীব্র অর্থসঙ্কট চলছে। কেবলমাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া ছাড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন, গ্রন্থাগার বা গবেষণার মতো আবশ্যক কাজকর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার, কেউই যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না। নেহাত শিক্ষানুরাগী ছাড়া কে-ই বা তা করবেন? ভোট পিছয় না, অর্জিত ছাত্রবৃত্তির টাকা প্রায়ই পিছয়। নতুন বই বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কত দিনে পাওয়া যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমলা বা করণিকবাবুদের টেবিল থেকে টেবিলে প্রাপ্যটুকুর জন্য ঠোক্কর খেতে খেতে কত প্রতিভা হতাশ হতে শুরু করে, তার খবর আমরা ক'জন রাখি। অন্য দিকে, আগ্রহী ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিদেশে অনেক সম্মানজনক ও অনুকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার সুযোগ হাতছানি দিতে থাকে। আকাশ ফুঁড়ে-ওঠা আশ্বাস-সিক্ত ভাষণে ভোটের ঝুলি স্ফীত হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ তরুণ-তরুণীদের উদ্দীপনায় জ্বালানি সরবরাহে একেবারেই অক্ষম। অবহেলিত হওয়ার ক্ষোভ সেই শিক্ষাব্রতীদের যত দ্রুত সম্ভব বাধ্য করে বিদেশে পাড়ি দিতে। তাতে রাজনীতির কারবারিদের আপাতলাভে ব্যতিক্রম না ঘটলেও, ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই দেশের কোটি কোটি গরিব ও সাধারণ মানুষের স্বার্থ। অবহেলিত শিক্ষাক্ষেত্রের এই জগদ্দল সমস্যার প্রকৃত ক্ষেত্র নির্ধারণ করেও উল্লিখিত সম্পাদকীয়তে পাকাপাকি সমাধানের আলোচনায় এক চটজলদি পথের কথা বলা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের 'দৃষ্টান্ত' অনুসরণ করে এ রাজ্যের বাদবাকি বিদ্যায়তনের অধিকর্তারাও যদি তাঁদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের দিকে প্রত্যাশার ঝুলি এগিয়ে ধরেন, তাতে তাঁদের প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হবে, এমন বলা যায় না। কেউ বলছেন, কোভিডের কারণে বিশ্ব জুড়েই শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সঙ্কট রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, সরকারি শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থাল্পতার এই ব্যাধি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অন্তত শুরু হয়েছে কোভিডকালের অনেক আগে। মূল সমস্যা আর্থিক অপ্রতুলতা নয়। শিক্ষার বিষয়ে প্রয়োজন রাজনীতির প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করে তার যথাযথ রূপায়ণ। এ ব্যাপারে কুণ্ঠিত হলে আজ ক্ষতি, আগামী কাল সর্বনাশ।

শাশ্বত কথা

ঈশ্বর দর্শনই লক্ষ্য

রাম রাম সীতারাম অন্যায় দেখবার আগে দেখতে হবে মানবজন্ম কিসের জন্য, ভগবদ্দর্শনই জীবনেরল লক্ষ্য তখন অপরের দোষ দর্শন না ক'রে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা করাই সাধুসম্মত পথ। যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন দোষী থাকবেই। একজন অন্যায় ক'চ্ছে, আমি তা লোকের কাছে ব'লে শুনে জিভ কানকে কেন মলিন করি রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, রাম রাম সীতারাম? যাক্ সকল শাস্ত্রই ব'লেছেন- সাধু গুরুর দর্শন স্পর্শন প্রণাম সেবা পাদোদক পান প্রসাদ ভোজন-তার দ্বারা যত বড় পাতকী হোক না কেন শান্তি লাভ করে। যেস্থানে ভগবদ্ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, তথায় সাত্ত্বিক পরমাণু জমাট বেঁধে থাকে। সেখানে যে কেউ যায় তার শরীরে সাত্ত্বিক পরমাণু প্রবেশ ক'রে তার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার ক'রে দেবে।

— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

জন্মদিন

আজকের দিন

আবির চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমলনাথের জন্মদিন।
১৯৭২ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের জন্মদিন।
১৯৮০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

রিমেক করাই যায়; কিন্তু তা কি সৃষ্টি নাকি অনাসৃষ্টি!

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা সত্যিই অবাক স্তম্ভিত এবং হতাশ। একি কান্ড করলেন সুর স্রষ্টা এ আর রহমান! প্রথমে নিজের কানকেই মলতে হয় , এমন বিকৃত দেশাত্মবোধক নজরুলগীতি শেষ পর্যন্ত শুনলাম বলে। কিন্তু উপায় আর কি! এ আর রহমান বাঙালির সুর দেশাত্মবোধক এবং নজরুল ঐতিহ্যর কি পরিমান পিন্ডি চটকেছেন তাতো ' কারার ওই লৌহ কপাট' এর রিমেক না শুনলে বিশ্বাস হতনা। আমরা যদি বানিজ্যিক গান এক দো তিন এর রিমেক মন থেকে মেনে নিতে না পারি তবে আমাদের স্নায়ুতে গেঁথে থাকা নজরুলের দেশাত্মবোধক গান কারার ওই লৌহ কপাটের বিকৃত সুরের রিমেক কতটা ভারাক্রান্ত করতে পারে তা অনুমেয়। শান্তিদেব ঘোষ যখন দেবব্রত বিশ্বাসকে বলছেন ' বাঁধ ভেঙে দাও ' গানটি গাওয়ার জন্য। তখন তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল তিনি ' উইথ প্লেজার' নাকি ' উইদাউট প্লেজার ' গাইবেন?। তাসের দেশ নাটকে সে গান গাওয়া হল ' উইথ প্লেজারে'। তার আগেও গানটি খুব পেলব ভঙ্গীতে গাওয়া হত। দেবব্রত বিশ্বাস তাকে একটু দ্রুতলয়ে গান। সামান্য এই নিয়ে সে সময় কম তর্ক হয়নি। কম জলঘোলা হয়নি। এ আর রহমানকে নিয়ে তাঁর সৃষ্টিঘরে ঢুকে কথা বলার যোগ্যতা আমাদের নেই। বিশেষ করে আমরা যারা কেবলমাত্রই গান শুনি। কিন্তু বলতেই হচ্ছে এ আর রহমান বিশ্ববরেন্য সুরকার হলেও তিনি ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সংস্কৃতির গভীরে যাননা। একটা রিজিওনাল ভাষার দেশাত্মবোধক গান মানে তা শুধুমাত্র গান সুর তাল ছন্দ না। তা অসংখ্য মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। তা অহঙ্কার, তা মাটির লড়াই। তাকে রিমেক করব বললেই করা যায় না। ঠিক একই যুক্তি খাটে যে কোনো রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও। ড্রাম বাজিয়ে ইংরেজি অ্যাকসেন্টে কষ্ট করা বাংলা বলে রক রবীন্দ্র সঙ্গীত আসলে সুর নির্বুদ্ধিতা। যারা এই (অ) কাজ করেন তাদের নানান বিজ্ঞাপনী বানিজ্যিক কৌশলে কনসর্ট চলতে পারে কিন্তু তারা শিল্পীর সম্মান অমরত্ব পাবেন বলেতো মনে হয় না।

এক দো তিন... মাধুরী দীক্ষিতকে সুপার হিরোইন মাধুরী করে দিল। এক দো তিন হয়ে উঠল একশো তে একশো। এমন সুপারহিট নাচ গান মিউজিক আবেদন খুব কম এসেছে ' ৯০ এর দশকের সিনে জগতে। যার আজকেও কদর ছটা উদ্দামতা একটুও কমেনি। বরং বেড়েছে, কারণ যতদিন যায় এমন সব সৃষ্টিতে ততবেশী জারিত হয় নস্টালজিয়া। নস্টালজিয়া ঐতিহ্য যত পুরনো হয় তার উজ্জ্বলতা ততই বাড়ে। যদি এক দো তিন- কে রিমেক করা হত, ধরে নিলাম কোনো এক জিরো ফিগার মডেল নাচছেন, গানে ঝনঝন ঝনঝন শব্দ আরো একটু বেশী তা কি তখন আসল এক দো তিনকে বিচার দেবে? এর মত বড় অবিচার সৃষ্টির ঘরে মৌলিকতার ঘরে আর দ্বিতীয়টা হয় না। ২০১৮ তে আমাদের সবার ক্রাস এক দো তিন- এর রিমেক যখন হল, তখন ১৯৮৮ র এক দো তিন এর গায়িকা অলকা যাজ্ঞিক তা সমর্থন করলেন না। প্রশ্ন তবে কি নতুন চাইনা আমরা? আমরা সবসময়ই নতুন চাই, কিন্তু সেই নতুন যদি আগের সুপারহিট পুরনোকে ভাঙিয়ে তার ঘাড়েই কাঁঠাল ভেঙে তার আসল রূপে বিকৃতপনা এনে নতুন তৈরি হয় ; যার পোশাকি নাম রিমেক তখন মনে হয় নতুনটা কি দিল স্রষ্টা? এক তো কপি করা। হতে পারে তাকে রিমেক বললে তার আইনি পথ নিরাপদ। তার ওপর যেখানে সেখানে উটকো আওয়াজ উটকো সুর প্রতিবার মৃত্যু ঘটায় ওই আগের সেই পুরনোটাকে। যে পুরনোটা ছিল মৌলিক স্বাদে ভরা, যে ছিল নিজের স্টাইলে মডার্ন ঝকঝকে চ্যালেঞ্জিং। রিমেক আবার কখনও সুপারহিট হয় নাকি? খানিক সমালোচনা আসতে পারে, হাসি ঠাট্টাও হতে পারে আগের আর কপি করা পরেরটা তুলনা করলে।

কখনও কখনও মনে হয় রিমেক অনেক সময় মৌলিক সৃষ্টির এবং স্রষ্টার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ। যিনি স্রষ্টা , তিনি কি সুর দিয়েছেন, দেখ ফ্যান ফলোয়ারস আমার আধুনিক গিটার আর ঢ্যারা ঢ্যাং মিউজিক ফিউশনে আমি পিছনে ফেলে দেব ওই পুরনো সুরকে পুরনো কম্পোজিশনকে। এইতো রিমেকের মোদ্দা উদ্দেশ্য? অস্বীকার করলেই তো হলনা। যারা রিমেক ভরে খ্যাত হতে চায় তারা খ্যাতি ছেড়ে তিরস্কার কৌতুক ব্যঙ্গ এমনকি অখ্যাতিও পেয়েছেন। দর্শকের আসনে একজন স্রষ্টার বিশ্বাসযোগ্যতা এক ভীষম বিষম। সুর ভুল হলে ক' জন শ্রোতা বুঝি! স্কেল তাল ওসব আমরা সাধারণ শ্রোতারা বুঝিইনা। আমরা স্রষ্টার নতুন সৃষ্টির প্রতি অনুরক্ত। আমরা অপেক্ষা করি তিনি নতুন কি দেবেন আমাদের। যে নতুন আরো অনেক গুলো সন্ধ্যাকে স্বর্ণালী করে রাখবে। অনেক মন খারাপের টনিক হয়ে যাক ওই সব নতুন নতুন সৃষ্টি। বিশেষ করে সুর। সিনেমাও। দুটোই বড্ড প্রভাব ফেলে আমাদের মন মগজ এবং ঐন্দ্রিয়ে।

আমরা সত্যিই অবাক স্তম্ভিত এবং হতাশ। একি কান্ড করলেন সুর স্রষ্টা এ আর রহমান! প্রথমে নিজের কানকেই মলতে হয় , এমন বিকৃত দেশাত্মবোধক নজরুলগীতি শেষ পর্যন্ত শুনলাম বলে। কিন্তু উপায় আর কি! এ আর রহমান বাঙালির সুর দেশাত্মবোধক এবং নজরুল ঐতিহ্যর কি পরিমান পিন্ডি চটকেছেন তাতো ' কারার ওই লৌহ কপাট' এর রিমেক না শুনলে বিশ্বাস হতনা।

আমরা যদি বানিজ্যিক গান এক দো তিন এর রিমেক মন থেকে মেনে নিতে না পারি তবে আমাদের স্নায়ুতে গেঁথে থাকা নজরুলের দেশাত্মবোধক গান কারার ওই লৌহ কপাটের বিকৃত সুরের রিমেক কতটা ভারাক্রান্ত করতে পারে তা অনুমেয়। শান্তিদেব ঘোষ যখন দেবব্রত বিশ্বাসকে বলছেন ' বাঁধ ভেঙে দাও ' গানটি গাওয়ার জন্য। তখন তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল তিনি ' উইথ প্লেজার' নাকি ' উইদাউট প্লেজার ' গাইবেন?। তাসের দেশ নাটকে সে গান গাওয়া হল ' উইথ প্লেজারে'। তার আগেও গানটি খুব পেলব ভঙ্গীতে গাওয়া হত। দেবব্রত বিশ্বাস তাকে একটু দ্রুতলয়ে গান। সামান্য এই নিয়ে সে সময় কম তর্ক হয়নি। কম জলঘোলা হয়নি।

এ আর রহমানকে নিয়ে তাঁর সৃষ্টিঘরে ঢুকে কথা বলার যোগ্যতা আমাদের নেই। বিশেষ করে আমরা যারা কেবলমাত্রই গান শুনি। কিন্তু বলতেই হচ্ছে এ আর রহমান বিশ্ববরেন্য সুরকার হলেও তিনি ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সংস্কৃতির গভীরে যাননা। একটা রিজিওনাল ভাষার দেশাত্মবোধক গান মানে তা শুধুমাত্র গান সুর তাল ছন্দ না। তা অসংখ্য মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। তা অহঙ্কার, তা মাটির লড়াই। তাকে রিমেক করব বললেই করা যায় না। ঠিক একই যুক্তি খাটে যে কোনো রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও। ড্রাম বাজিয়ে ইংরেজি অ্যাকসেন্টে কষ্ট করা বাংলা বলে রক রবীন্দ্র সঙ্গীত আসলে সুর নির্বুদ্ধিতা। যারা এই (অ) কাজ করেন তাদের নানান বিজ্ঞাপনী বানিজ্যিক কৌশলে কনসর্ট চলতে পারে কিন্তু তারা শিল্পীর সম্মান অমরত্ব পাবেন বলেতো মনে হয় না।

রিমেকের নামে যতরকম ভাবে কারার ওই লৌহ কপাটের প্রতিটা সুরকে বিকৃত করা যায় তার কোনো চুল বাকি রাখলেন না এ আর রহমান। সত্যি বলতে এই অপকর্ম যদি প্রকাশ্যে না আসত এবং বিকৃত সুরে গানটি বাজত। এবং সামান্যও যদি অমনযোগী থাকতাম- বোঝার সাধ্যি নেই এটাই আমাদের শিরায় স্ফুলিঙ্গ তোলা নজরুলের কারার ওই লৌহ কপাট বাজছে। সুর চুরি হয় জানতাম। সুর ভুল হয়। সুর বেসুর হয়। সুরকেও যে বিকৃত করা যায় তা এ আর রহমান না থাকলে বাঙালি টের পেতনা।

এ আর রহমান- চল ছ্যাঁইয়া ছ্যাঁইয়া যে সেন্টিমেন্ট নিয়ে বানিয়েছিলেন ঠিক সেই স্পন্দনেই বানালেন রিমেক লৌহ কপাট। উনি বুঝলেন না জানলেন না আমরা সেই বাঙালি যারা আজকেও বিশ্বভারতীর স্বরলিপির বাইরের রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রবীন্দ্রনাথের গান হিসেবে অনুমোদন দিই না। হ্যাঁ গান বলি। আর যারা অনাদিকুমার দস্তিদারের মত খুঁতখুতে, যিনি নিখুঁত না হওয়ার জন্য দেবব্রত বিশ্বাসের গানকেও একবার স্বীকৃতি দেননি; তেমন মানুষের কাছে বিশ্বভারতীর স্বরলিপি ছাড়া গান মানে তা কেবলমাত্রই আওয়াজ।

তাই আমাদের দরবারে লম্ফ ঝম্ফ করে গেয়ে দিলেই তা স্বীকৃতি পায় না। জাতিসত্ত্বার ইতিহাস ঐতিহ্য না জেনেই সেই জাতির গান সংস্কৃতির রিমেক করার মত বোকামি আর দ্বিতীয়টি হয়না। তাই কাঁটা লাগা বা এক দো তিন - এর রিমেক করা আর রবীন্দ্র নজরুল রিমেক করার পার্থক্য জানতে হবে। অর্থ উপার্জন, চটজলদি নামডাক একটু সেলিব্রিটি গন্ধ পেতে সর্ট কার্ট হল রিমেক। না আমরা বিশ্বাস করিনা করবও না -- রিমেককারী যদি পেজ থ্রি তে বলেন — এই রিমেকটা করতে কি চ্যালেঞ্জ আর পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে...।

আপনি এবং আপনারা যত রিমেককারী এবং রিমেক নির্ভর বাজনাদার আছেন তারা পরিশ্রম বিমুখ বলেই রিমেক করেন। চ্যালেঞ্জের নাম রাহুল দেব বর্মন, যিনি ১২ স্ট্রিং সেমি ইলেকট্রনিক গিটার বাজিয়ে তৈরি করে ফেললেন- মেহেবুবা ও মেহেবুবা। উফ্! এ যে অদ্বিতীয়। এবার যদি কেউ রিমেক করে, আমার মতে তিনি নতুন তৈরিতে ভীত।

এ আর রহমানকে নিয়ে সে কথা বলার সাহস আমার নেই। তিনি অসংখ্য নতুন উপহার দিয়েছেন। কিন্তু নতুন করতে করতে তাঁর বিচারের ঘরে যুক্তি এবং পরিমিতিবোধের ঘাটতি ঘটেছে কখন তা তিনিই টের পাননি।

তিনি ভেবেছিলেন তাঁর তৈরি সুর মানেই চমক। কিন্তু তা যে পিলে চমকানিরও কারণ হতে পারে সে মাত্রাজ্ঞান তাঁর ছিল না।

আরো আশ্চর্য বিষয়, এ আর রহমান একটা সময় রিমেকের হিড়িকে বিরক্ত ছিলেন। একই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন ফাল্গুনী পাঠক থেকে অমিত ত্রিবেদী। রহমানের মাসাকলির যখনই রিমেক হল তখন তিনি বিরক্ত উত্তেজিত। তিনিই বলছেন যারা রিমেক করে তারা স্থায়ী আসন পাননা। এবং তাঁর নিজের সুরের গানের (মাসাকলি) যেই রিমেক হয়েছিল তা তাঁর বিচারে সেদিন ছিল বিকৃত। তবে সেই রহমানের গিটারেই আজ আমাদের নজরুল কোন যুক্তিতে অসম্মানিত। বিকৃত সুর বাঁধনের ' লৌহ কপাট ' গড়ে ফেললেন রহমান। এই অপরাধের

ক্ষমা নেই। কিন্তু উনিকি বাঙালি জাতির কাছে সুরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী? ট্যুইট করে ক্ষমা চাওয়া যায়না। সুর অধর্মের ক্ষমা তখনই হয় যখন সুরকার আসল সুরের মর্যাদা ফিরিয়ে আনেন।

রিমেকতো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। কেন না? রবীন্দ্রনাথের গানেতো লালনের গভীর প্রভাব। তিনি যখন শিলাইদহে থাকতেন তখন লালনে মজেছেন কবিগুরু। কিন্তু তা তথাকথিত রিমেক না, কারণ তা কপি ছিল না। তিনি লালন দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। বিমোহিত হয়েছেন কবি বারবার। এতো শিল্পী এবং শিল্প মাত্রই হবে। শিল্প কি আর অচিন পাখি? যে তাকে খাঁচায় ভরে রাখব। শিল্প সেটাই যা অন্য শিল্পকেও সমাদর করবে। তার মান ও গুণ অক্ষুন্ন রাখবে। লালন আর রবীন্দ্রনাথ তাই মানবতার আহ্বানে যা যা সুর দিয়েছেন যত সুর গেঁথেছেন তাতে লালন প্রভাব যতবার স্পষ্ট হয়েছে ততবারই লালন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে সুবিচার পেয়েছেন।

তাই লালন-রবীন্দ্রনাথ, একজন গেঁয়ো কবি তো অন্যজন নোবেলজয়ী একাসনে আজকেও বিদ্যমান। রহমান বোধহয় বাঙালির বাংলার এই নিগূঢ় রত্ন ভান্ডার তলিয়ে দেখেননি। ভাল লেগেছে- নজরুলের সুর; করে ফেললেন রিমেক। তাতে রহমানের নিজস্বতার ঘরে অবস্থান করল জিজ্ঞাসা আর জিজ্ঞাসা। করতালি বাহবা সব সৃষ্টিতে নাই বা আসল। প্রেক্ষাগৃহ সবসময়ই ভরাট হতে হবে এমনটাও হয়না । কিন্তু গানের প্রেক্ষাপট না জেনেই একজন অস্কার জয়ী শিল্পী গান রিমেক করলেন? এও হয়!

রহমান জনপ্রিয় খুব জনপ্রিয়। কিন্তু বব ডিলানের মত কিংবদন্তী হতে এখনও যে অনেক পথ বাকি তা তাঁর লঘু সৃষ্টিই প্রমান করল।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

P-5 AMAR BANGLA 18.11.23_Layout 1 11/17/2023 10:00 PM Page 1

কার্তিকের বেশে দিনভর ঘুরলেন প্রৌঢ়

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: শুক্রবার কার্তিক পুজোর দিন এ রাজ্যের কাটোয়া, বাঁশবেড়িয়া যখন উৎসবের মেজাজে ফুটছে, তখন হাওড়ার এক প্রান্তে কার্তিক সেজে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ও মিষ্টি, জল খেয়ে চলেছেন আর এক কার্তিক। যাকে বলা যায় জীবন্ত কার্তিক। ধুতি পাঞ্জাবি পরে, মাথায় টোপর লাগিয়ে, তির ধনুক নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন গৃহস্থের বাড়ি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন, 'মা কার্তিক এসেছি। দু'টি খেতে দাও।'

বলাই বাহুল্য এই আবেদন শুনে বাৎসল্য রসে সিক্ত মহিলাদের মন ভিজেছে। ঘরের দাওয়ায় বসে মিষ্টি, জল, মুড়ি খেতে দিয়েছেন। গান শুনে পকেটে গুঁজে দিয়েছেন পাঁচ, দশ টাকা। কিন্তু কে এই কার্তিক? জানা গিয়েছে, হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ দুর্গাপুরের বাসিন্দা কার্তিক সেনাপতি। এখন বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চালচুলো বলতে তেমন কিছু নেই। এক চিলতে ঘর ছাড়া আর কোনও সম্বল তাঁর নেই।

কিন্তু কেন এমন বেশ? এই প্রশ্নের উত্তরে কার্তিকবাবু জানান, আট বছর আগে কার্তিক পুজোর আগের দিন ভোরে তিনি স্বপ্নাদেশ পান। তাঁকে আজীবন কার্তিক বেশে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে হবে। নইলে বড়সড় বিপদ ঘটবে। খোদ কার্তিক নাকি এই আদেশ দিয়েছিলেন স্বপ্নে। সেই থেকে কার্তিক মাস এলেই কার্তিক বেশে আমড়দহ, দেওয়ানতলা, বোয়ালিয়া, নাউল সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। আর এই ভাবেই গান শুনিয়ে জীবন ধারণ করেন। যদিও কার্তিকবাবুর এ হেন জীবনযাপনকে অনেকেই খিল্লি করেছেন তবু হুঁশ নেই তাঁর। শিশিরে পা ভিজিয়ে সাত সকালেই বেরিয়ে পড়েন জীবন্ত কার্তিক। শ্যামপুরের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা মেলে তাঁর। যেমনটি দেখা মিলল শুক্রবার কার্তিক পূজার দিনেও।

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় উপকূলে এলাকায় বাড়তি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা। ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ বাংলাদেশের দিকে হলেও, এর প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল ও বৃষ্টি হতে পারে। বাড়তি সতর্কতা নিতে শুক্রবার প্রশাসনিক বৈঠক হল ডিএসডিএতে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলাশাসক তানভির আফজাল ও রামনগর ১ ব্লক প্রশাসন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন জেলাশাসক নিজে দিঘা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

সমুদ্রে স্নানে নেমে পর্যটকরা যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হন, তার জন্য সমুদ্র থেকে তুলে দেওয়া হয় পর্যটকদের। প্রশাসনের তরফ থেকে ঝড় এলে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সব রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক। নিচু এলাকায় যে সকল বাসিন্দারা রয়েছেন, তাঁদেরকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলেও জানা তিনি।

নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, চাষের ক্ষতির আশঙ্কা কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপের ভ্রুকুটি দু'দিন ধরে মুখ ভার আকাশের, দফায় দফায় ঝিরঝিরি বৃষ্টিপাত শুরু হচ্ছে দিকে দিকে, বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়ের সোনামুখী ইন্দাসের বিস্তীর্ণ এলাকা কৃষকরা মাঠ ভর্তি বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করেছেন, এই মুহূর্তে কৃষকদের মাঠে রয়েছে কপি, পটল, বেগুন, সিম, বিনস্ ও আলু। নিম্নচাপের ভ্রুকুটিতে চিন্তিত এলাকার কৃষকরা। সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, দফায় দফায় হচ্ছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।

এলাকার কৃষকরা জানাচ্ছেন, অতি ভারী বৃষ্টিপাত হলে এলাকার সমস্ত সবজির জমি নষ্ট হয়ে যাবে ফলে মাথায় হাত পড়বে কৃষকদের কারণ তাঁরা মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে সবজি এবং আলু চাষ করেছেন। তাঁদের প্রধান জীবিকা এই কৃষিকাজ। কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করেই চলে তাঁদের সংসার।

পর্যটকদের সুবিধার্থে অযোধ্যা পাহাড়ে সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের সুবিধার্থে অযোধ্যা পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গে সঙ্গে পর্যক সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন হল অযোধ্যা পাহাড়ে। পুরুলিয়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং বাঘমুণ্ডি থানার পরিচালনায় অযোধ্যা হিলটপে অযোধ্যা পুলিশ ক্যাম্প ও পর্যটক সহায়তা কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভারম্ভ হল শুক্রবার।

এদিন পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সেটির সাড়ম্বরে শুভ উদ্বোধন করলেন। উপস্থিত ছিলেন, জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অম্লান কুসুম ঘোষ, ঝালদা মহকুমা পুলিশ অধিকারিক সুব্রত দেব, বলরামপুর সার্কেলের সিআই পার্থ কুমার সিংহ, বাঘমুণ্ডি থানার ইনচার্জ রজত চৌধুরী, বাঘমুণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো প্রমুখ প্রশাসনিক একাধিক আধিকারিকগণ। উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিক মঞ্চে পুলিশ কর্তা সহ বিধায়ক পর্যটকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

পর্যটকদের অতিথিরূপে দায়িত্বপালন করার বার্তা দেওয়া হয় এলাকার মানুষদের। যাতে পাহাড়ে এসে পর্যটকদের কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেই সুবিধার্থেই পুলিশ ক্যাম্প ও অযোধ্যা টুরিস্ট হেল্প সেন্টারের উদ্বোধন করা হল বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি গত বছর শীতের মরশুমে অযোধ্যা পাহাড়ের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলিতে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং যাতে পাহাড়ের সব প্রান্তে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই দিকটাতেও জেলা পুলিশের নজরদারি রয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ ছাত্র-ছাত্রীদের, দাহ করা হল প্রধান শিক্ষকের কুশপুতুল। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের কনিয়াড়া যাদবচন্দ্র হাই স্কুলের সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের। প্রধান শিক্ষকের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ছাত্র-ছাত্রীরা, ছুচোর সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের চরিত্রের তুলনা করে স্লোগান ছাত্র-ছাত্রীদের। অবিলম্বে প্রধান শিক্ষককে অপসারণ করতে হবে না হলে, তারা স্কুলে

প্রবেশ করবে না, প্রধান শিক্ষক থাকলে বিদ্যালয়ে কোনও ছাত্র-ছাত্রী থাকবে না এমনই দাবি তুলল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

এই নিয়ে প্রধান শিক্ষকের দাবি, কোনও দুষ্টু চক্র ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ তুলে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। পশ্চিম চক্রের স্কুল পরিদর্শক মিলনকান্তি পাল জানিয়েছেন, 'পুজোর আগে থেকেই ওই স্কুল নিয়ে একটি সমস্যা হচ্ছে। পুজোর ছুটির পরে শুক্রবার স্কুল খুললে আবারও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের বাইরে বিক্ষোভ শুরু করেছে। আমি এই বিষয়টা জেনেছি এবং মৌখিক ভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। আগে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠানো আছে। আবারও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমি বিষয়টি জানাব।'

কার্তিক লড়াই দেখতে বহু মানুষের ভিড় কাটোয়ায়

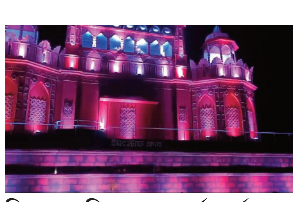

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাংলার লোক উৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই। এই কার্তিক লড়াই দেখতে প্রতি বছর বহু মানুষ ভিড় জমায় কাটোয়া শহরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে বিভিন্ন ক্লাবে থিমের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কাটোয়ার ঝংকার ক্লাবের পুজো মণ্ডপের থিম হল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। বৃহস্পতিবার কাটোয়ার ঝংকার ক্লাবের কার্তিক পুজোর উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার অমনদীপ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়ার মহকুমা শাসক অর্চনা পি ওয়ানখেরে, কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক সহ অন্যান্যরা।

এরপর কাটোয়ার পানুহাট ইয়ংস্টাফ ক্লাবের কার্তিক পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক তথা গাছ মাস্টার অরূপ চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, বাংলাদলের ভলিবল প্রশিক্ষক সুদীপ্ত কুমার, রক্তদান আন্দোলনের কর্মী জয়দেব দত্ত, মাঝিগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত সাহা সহ অন্যান্যরা।

ইয়ংস্টাফ ক্লাবের পুজো মণ্ডপের থিম হল দিল্লির লালকেল্লা। এইবার পুজো ৫৮ বছরে পদার্পণ করেছে। ইয়ংস্টাফ ক্লাবের পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিদেরকে ফুলের তোড়া না দিয়ে চারা গাছ দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও প্রায় ২০০টি চারা গাছ বিতরণ করা হয় এদিন। পাশাপাশি এদিন কয়েকশো দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় কমিটির পক্ষ থেকে। পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। পুজো মণ্ডপে এদিন ভিড় জমান এলাকার মানুষরা। পুজোয় আনন্দে মেতে উঠেছে পানুহাট এলাকার মানুষজন।

কালোবাজারি রুখতে সারের দোকানে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: আলু চাষের মরসুমে সারের কালোবাজারি রুখতে এবার সারের দোকানে হানা দিল পুলিশ। হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি (ডিইবি) নিমাই চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিকরা হুগলির সিঙ্গুরের একাধিক সারের দোকানে হানা দেন। বেশ কিছু দিন ধরেই সারের কালোবাজারি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠছিল হুগলি জেলার একাধিক ব্লকের সারের দোকানগুলির বিরুদ্ধে। নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দাম নেওয়ার অভিযোগ যেমন উঠেছে, তেমন গোডাউনে সার মজুত রেখে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিযোগ উঠতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

মূলত সার নির্ধারিত মূল্যের থেকে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বেআইনি ভাবে সার মজুত আছে কিনা তাও যাচাই করে দেখেন পুলিশ আধিকারিকরা। সারের রেট চার্ট যথাযথ ভাবে দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হয়। বিক্রেতাকে পরামর্শ দেওয়া হয় রেট চার্ট প্রকশ্যে ঝুলিয়ে রাখার এবং মজুত সারের হিসাবও মিলিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে, সারের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে। তাই শুক্রবার আমরা বিভিন্ন দোকানে ঘুরে সমস্ত কিছু যাচাই করে দেখছি। যদি কোনও গরমিল সামনে আসে, তা হলে আমরা আইনত ব্যবস্থা নেব এবং এই অভিযান সারা জেলাজুড়ে চলবে।'

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমরা, অশোক কুমার দেব, পিতা প্রয়াত অনিল কুমার দেব এবং শর্মিষ্ঠা দেব, স্বামী অশোক কুমার দেব আমাদের ক্রেতার চুক্তিপত্র, তারিখ ০৯.১১.২০১১ এবং বন্টননামা পত্র এবং আদায় তপশিল তারিখ ০৮.১১.২০১১ বেঙ্গল ইউনিটেক ইউনিভার্সাল ইফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি এবং আমাদের মধ্যে সম্পাদিত ফ্ল্যাট সম্পর্কিত অবস্থিত ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি ডাউনটাউন, টাওয়ার-৪, ফ্ল্যাট নং -২০০২,অ্যাকশন এরিয়া -৩, নিউ টাউন, রাজারহাট, মৌজা- পাথরঘাটা, থানা- রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১০৬০।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নথি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : ৯৮৩১০১৮৮৬৪ নম্বরে।

PUBLIC NOTICE

This is for Notice of all Concern that we 1) ALOK RAY 2) SWAPAN RAY both residing at 5/8/2, Bir Ananta Ram Mandal Lane, P.S.- Baranagar, P.O.- Sinthee, Kolkata-700050 3) DILIP KUMAR RAY residing at BL-6, Flat No.B, 3rd Floor, at Premises No. 68, Jessore Road, P.S- Nagerbazar, Kolkata- 700055 and 4) MANIKA ROY residing at Flat No. D-1/7, Indraloke Housing Estate 2, Paikpara, Cossipore Telephone Exchange, P.S.- Chitpur Kolkata– 700002, are jointly owners of all that Piece and Parcel of Bastu land measuring an area of 02 cottahs, 11 chittacks, more or less, at Mouza- Nainan Purba, P.S.- Baranagar, and comprised R.S. Dag No. 182, L.R. Khatian No. 298, being Municipal Premises No. 5/8/2, Bir Ananta Ram Mondal Lane, Kolkata -700050, which we have inherited from our deceased Mother Smt. Sabita Ray. Our mother said Smt. Sabita Ray purchased the said property by and under Bengali Saf-Cobala dated 16th October 1981, Being No. dated 16th October 1981, registered in the office of A.R.A.II, Kolkata, recorded in Book– I, Volume-391, Pages 234 to 243, Being No. 8712 of 1981. We do hereby declare and record that the Original of the said Deed No. dated 16th October 1981, corresponding, Being No. 8712 of 1981 have been lost and/or misplaced from our custody, for which we have since lodged a General Diary, stating the entire facts Being G.D. NO.1650 dated 24.02.2022. If any person have any lawful and valid claim, demand in respect of the afore-said property, kindly contact us at our above address with valid and proper documents, within 7 days from the date hereof.

NOTICE

That my client SHRI SUBRATA DAS, son of Late Madhusudan Das, aged about 43 years, by Faith-Hindu, by Occupation-Business, by Nationality-Indian, residing at 8, Kalinagar Purba Gangadharpur, P.O.-Kak-Kalinagar, P.S.-Harwood Point Coastal, in the District of South 24 Parganas, West Bengal-743347, India, has lodged a General Diary on 09-11-2023 before the Officer-In-Charge of Kakdwip Police Station vide G.D.E. No. 484 for loss of an Original 2 (two) registered Deeds of Sale from his custody on 08-11-2023 at around 12 Noon at Kakdwip Bazar while doing the photocopy (xerox) of that two deeds i.e., registered Deed of Sale dated Nil, since been registered before the Office of the S.R., Kakdwip and recorded in its Book No. I, Being No. 9550 for the year 1986 & registered Deed of Sale dated Nil, since been registered before the Office of the S.R., Kakdwip and recorded in its Book No. I, Being No. 5873 for the year1992. Any person having any right, title, interest, claim, share or demand of any nature, concerning the matter and/or any objection whatsoever inrespect of the aforesaid lost deed, must notify the same in writing along with the documentary evidence /proof thereof, to the undersigned within 15 days from the date of publication hereof, and where after the claim if any shall be deemed to be waived and no further claim shall be entertained. If found, kindly inform me in my contact numbers- 9875391791 & 8335847438 (Whats App Number).

For A.K. Nandi & Legal Associates
Arnab Kumar Nandi Advocate
C.M.M. Court, Calcutta-700001,
Barrackpore Court

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০১.২০১১** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মিদ্দে ডেভলপারস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৭/১, আন্দুল রোড (২য় তল), রুম নং ১১, বকুলতলা, পো. ডি এস লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ এবং **ব্যক্তিগত জামিনদাতা(গণ) (১) শ্রী মহিনুদ্দিন মিদ্দে (২) শ্রী মফিজুল মিদ্দে এবং (৩) শ্রীমতি রাহিদা মিদ্দে** কে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩,৬৭,২৩,৫৩৪.৫৬ টাকা (তিন কোটি সাতষট্টি লাখ তেইশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা ১০.০১.২০১১** অনুযায়ী এবং ১১.০১.২০১১ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/কর্পোরেট জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/কর্পোরেট জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৪ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/কর্পোরেট জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৩,৬৭,২৩,৫৩৪.৫৬ টাকা (তিন কোটি সাতষট্টি লাখ তেইশ হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা ১০.০১.২০১১ অনুযায়ী এবং** ১১.০১.২০১১ থেকে সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্ব দলিল নং ৪৬৯৫-২০০৭, মেসার্স মিদ্দে ডেভেলপারস প্রা লি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ১২৭৯.৪৪ বর্গফুট সমপরিমাণ ফ্লোর স্পেস ফ্ল্যাট নং ১১৭ একতলায় (দক্ষিণ পশ্চিম কোনে) ''সবনম অ্যাপার্টমেন্ট'' ভবনে, পুর হোল্ডিং নং ১৬, (পূর্বতন) বর্তমানে ১৬/৩, লক্ষ্মী নারায়ণতলা রোড, থানা-শিবপুর, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ১৪.১১.২০২৩
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বলরামপুর শাখা
রেলওয়ে স্টেশন - বরভূম (এস.ই. রেলওয়ে)
পো. - রাঙ্গাডি, জেলা - পুরুলিয়া,
রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩ ১০১

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[ধারা ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বলরামপুর শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে **১৮.০৮.২০২৩** তারিখে **শ্রী অর্জুন শ' (ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী ছুমন শ', সাপুয়া, টাটা রোড, বলরামপুর, পো. রঙ্গদি, থানা - বলরামপুর, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩ ১৪৩ (প.ব.), **শ্রীমতি মমতা শ'** (জামিনদাতা), স্বামী শ্রী অর্জুন শ', সাপুয়া, টাটা রোড, বলরামপুর, পো. রঙ্গদি, থানা - বলরামপুর, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩ ১৪৩ (প.ব.), কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৬৫,৩৯৫ টাকা** (বারো লাখ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো পঁচানব্বই টাকা) টাকা এবং **১৪,৮৭,৬৫৮ টাকা (চোদ্দ লাখ সাতাশি হাজার ছশো আটান্ন টাকা)** আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **২৭,৫৩,০৫৩ টাকা** (সাতাশ লাখ তিপান্ন হাজার তিপান্ন টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।

সম্পত্তির তপশিল (এ) :-
সম্পত্তি শ্রীমতি মমতা শ', স্বামী শ্রী অর্জুন শ', ঠিকানা : সাপুয়া, টাটা রোড,বলরামপুর, পো-রঙ্গদি,থানা-বলরামপুর,জেলা- পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১৪৩ (প.ব.)।
সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা -সাপুয়া, থানা-বলরামপুর, পো- রঙ্গদি, থানা-বলরামপুর, জেলা-পুরুলিয়া,পিন-৭২৩১৪৩, জেএল নং ৫৭, আরএস খতিয়ান নং ৩১৬, এলআর খতিয়ান নং ৫১১/২, আরএস প্লট নং ৬৮০, এরিয়া ০.০২ একর, দলিল নং ১-২০৬৪/২০০২ তারিখ ২১.০৫.২০০২ এবং ১-২৪১২ তারিখ ১২.০৬.২০০২।
সম্পত্তির ঠিকানা: শ্রীমতি মমতা শ', স্বামী শ্রী অর্জুন শ', বলরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা-সাপুয়া,থানা -বলরামপুর,জেএল নং ৫৭, আরএস খতিয়ান নং ৩১৬, এলআর খতিয়ান নং ৫১১/২,আরএস প্লট নং ৬৮০, জেলা-পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১৪৩, (প.ব.)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সীতারাম সাউ এর সম্পত্তি,দক্ষিণে : রফিক আনসারির সম্পত্তি, পূর্বে : পুরুলিয়া চাইবাসা রোড, পশ্চিমে: রফিক আনসারির সম্পত্তি সমন্বিত।
সম্পত্তির তপশিল (বি) :-
সম্পত্তি শ্রীমতি মমতা শ', স্বামী শ্রী অর্জুন শ'এর নামে, অবস্থিত সাপুয়া, টাটা রোড, বলরামপুর, পো -রঙ্গদি, থানা- বলরামপুর, জেলা-পুরুলিয়া,পিন -৭২৩১৪৩ (প.ব.)।
সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা- বেরমা,থানা-বলরামপুর, পো-রঙ্গদি, থানা- বলরামপুর, জেলা-পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১৪৩, জেএল নং ৭৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪/২, আরএস প্লট নং ৪৬১, এরিয়া ০.১২ একর, দলিল নং ১-২৪৬৯/২০০৬ তারিখ ২৫.০৮.২০০৬।
সম্পত্তির ঠিকানা : শ্রীমতি মমতা শ', স্বামী শ্রী অর্জুন শ', বলরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- বেরমা, থানা-বলরামপুর, জেএল নং ৭৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৭৫৪/২, আরএস প্লট নং ৪৬১, জেলা-পুরুলিয়া,পিন -৭২৩১৪৩, (প.ব.)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : মালিকের জমি,পূর্বে : সর্বেশ্বরক মাহাতোর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অনন্ত গোপের সম্পত্তি সমন্বিত।

তারিখ : ১৬.১১.২০২৩
স্থান : বলরামপুর
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই, কুসুমগ্রাম ব্রাঞ্চ
গ্রাম এবং পো. কুসুমগ্রাম, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২
ফোন - (০৩৪২) ২৭৫১১০০, ই-মেল - sbi.02080@sbi.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV, [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কুসুমগ্রাম ব্রাঞ্চ,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২-আইন ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৮.০৭.২০২২** তারিখে **ঋণগ্রহীতা আতাউর রহমান শেখ পিতা প্রয়াত মহ. মতিয়ার রহমান ঠিকানা** - গ্রাম ধেউরচন্দ, পো. কাটশি, থানা - মন্তেশ্বর, পিন - ৭১৩৪২২ কে **৩,৭৫,৯৯৬.০০ টাকা (তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার নশো ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা ১৯.০৭.২০১১** অনুযায়ী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৪ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৩,৭৫,৯৯৬.০০ টাকা (তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার নশো ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা ১৯.০৭.২০১১** অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক : আতাউর রহমান শেখ, পিতা প্রয়াত মহ মতিয়ার রহমান। দলিল নং ১-১৮৬৬।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ১.৬৭ ডেসিমেল,মৌজা-ধেউরচন্দা, জেএল নং ৯৮, খতিয়ান নং ৩১৪, প্লট নং ৬০৩, থানা -মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জি পি রোড, দক্ষিণে : পুকুর, পূর্বে : প্রয়াত লুৎফর রহমানের ভবন, পশ্চিমে : প্রয়াত ঈসাঁই শেখ এর ভবন সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৪.১১.২০২৩
স্থান - কুসুমগ্রাম
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই কুসুমগ্রাম ব্রাঞ্চ

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর ব্রাঞ্চ
কোড নং : ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস (৫ম তল),
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৫৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা খ) অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মন্ডল ফার্নিচার, স্বত্বা : মহ আলি হোসেন মন্ডল,** উত্তর গুমা, গুমা, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪, খ) অ্যাকাউন্ট নং : **৩৭০৭৪৭৭১৩৩৮ (সিসি) ৩৯৩৮৯০১৭৫৮২(জিইসিএল) ৪০২২০৮০৯৭০৫(ডব্লুসিটিএল) এবং ৪০২২০৭২৬৩২৯ (এফআইটিএল)**	(অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন চলতি সম্পদ, মজুত, বুক, ঋণ, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য পণ্য, এবং স্পেয়ার এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি নথিতে উল্লিখিত মতে (তপশিল 'সি') অনুযায়ী **''মজুত এবং অন্যান্য আদায়যোগ্য''** **সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া ০২ শতক কমবেশি তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন অবস্থিত মৌজা-গুমা, জেএল নং ৯১, আরএস নং ৩৫, তৌজি নং ২০০৭, সাবেক এবং হাল দাগ নং ২০১৯, সাবেক খতিয়ান নং ২৫৭, ৬৭, হাল এলআর খতিয়ান নং ১৫৯৮,হোল্ডিং নং ২৩৩৩,থানা-হাবড়া, গুমা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও-গুমা, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০০৮২৯-১৯৯৫ সালের, মহ আলি হোসেন মন্ডলের অনুকূলে । **সম্পত্তি ২:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১.৫ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন অবস্থিত মৌজা -গুমা, জেএল নং ৯১, আরএস নং ৩৫, তৌজি নং ২০০৭, সাবেক এবং হাল দাগ নং ২০১৯, সাবেক খতিয়ান নং ১৩৯৯, ১৩৯, ১০৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ১৫৯৮, হোল্ডিং নং ২৩৩৩, থানা-হাবড়া, গুমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও-গুমা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা,উল্লেখ্য দলিল নং ১-২১৫১-১৯৯৬ সালের , মহ আলি হোসেন মন্ডলের অনুকূলে সম্পাদিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ফিরোজ মন্ডলের ভবন, দক্ষিণে : ৩০ ফুট স্টেশন রোড, পূর্বে : ৮ ফুট সড়ক, পশ্চিমে : পুকুর সমন্বিত।	ক) ১৬.১১.২০২৩ খ) ০৪.০৯.২০২৩ গ) ১৭,৭৭,৪১৬.০০ টাকা (সতের লাখ সাতাত্তর হাজার চারশো ষোলো টাকা) ০১.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মনসা ফার্মেসী (স্বত্বা : শ্রী রাজকুমার ঘোষ),** ৩২, জে সি বোস রোড, নিউ বারাকপুর, কলকাতা- ৭০০১৩১, অ্যাকাউন্ট নং : **খ) ৪১০২৮৮৮৭৯৫৯ (সিসি)**	(অনুগ্রহ করে সমুদয় দায়বদ্ধ সম্পত্তি উল্লেখ করুন, যেমন চলতি সম্পদ, মজুত, বুক, ঋণ, আদায়যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য পণ্য এবং স্পেয়ার্স এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ইত্যাদি উল্লেখকরা নথিতে (তপশিল 'সি'), **''মজুত এবং অন্যান্য আদায়যোগ্য''**	ক) ১৬.১১.২০২৩ খ) ১২.০৭.২০২৩ গ) ৭,২৫,৯২১.০০ টাকা (সাত লাখ পঁচিশ হাজার নশো একুশ টাকা) ১২.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাগণকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ১৬.১১.২০২৩
স্থান - বিধাননগর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি, বিধাননগর

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, পিন -৭১১১০১, ই-মেল - sbi.10263@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সঞ্জয় কুমার ঠাকুর এবং শ্রীমতি রামরামা দেবী** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা।	সম্পত্তির বিস্তারিত/দায়বদ্ধ জামিনদত্ত সম্পদের ঠিকানা	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**শ্রী সঞ্জয় কুমার ঠাকুর** পিতা বিশ্বনাথ ঠাকুর **শ্রীমতি রামরামা দেবী** স্বামী সঞ্জয় কুমার ঠাকুর **ঠিকানা -** শাঝুর, শাজওয়ার, দ্বারভাঙা, বেনিয়াপুর, বিহার - ৮৪৭২০১ এবং অ্যাপার্টমেন্ট নং বি০৫-১১-০৩ ১২তম তল, টাওয়ার - ৫, ক্লাস্টার বি, 'প্রজেক্ট গ্রান্ড ওয়ান' ''শ্রীরাম গ্রান্ড সিটি'' উত্তরপাড়া, হুগলি, ৭১২২৪৬ **লোন অ্যাকাউন্ট ৩৯৯৬২৫৫৩৬৪৫ (এইচবিএল)**	**জমি এবং ভবনের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ ১৫.০৩ একর (সমপরিমাণ ৬০৮৬৭ বর্গ মিটার), এলআর দাগ নং ৪৪৭৪ (অংশ) আরএস দাগ নং ৫৬৮, ৩৩৫, ৩৩৪, ৩৩০, ৩২৯, ৩০৭, ৩৫৪, ৪৩৫, ৪৩১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৩৪, ৪৩২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৫৭, ৪৫৬, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৪৭, ৫০০, ৫০১, ৫০৪, ৫০৬, ৫০৯, ৩৯৮, ৬১২, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫২, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬০৬, ৬০৯, ৬৫৯, ৪৩০, ৬৪৪, ৬৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১১৯৭৬, আরএস খতিয়ান নং ১১৭২১, মৌজা - কোন্নগর, জেএল নং ৭, থানা- উত্তরপাড়া, স্থানীয় কানাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা -হুগলি, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : এলআর দাগ নং ৪৪৭৪ (অংশ) মৌজা-কোন্নগর অংশত এবং এলআর দাগ নং ১৯০৪, মৌজা -খুদরাবহেরা অধীন, পূর্বে : এলআর দাগ নং ৪৪৭৪ (অংশ), দক্ষিণে: এলআর দাগ নং ৪৪৭৪ (অংশ), পশ্চিমে : অংশত এলআর দাগ নং ৪৪৭৪ (অংশ), অংশত এলআর দাগ নং ৪৪৭৪ এবং অংশত ৪৪৭৬ এবং সমুদয় মৌজা-কোন্নগর অধীন। **''প্রোজেক্ট গ্র্যান্ড ওয়ান''** ''প্রোজেক্ট গ্র্যান্ড ওয়ান'' ২৪ (চব্বিশ) বহুতল টাওয়ার, প্রতি স্টিল্ট এবং ১৪ আপার ফ্লোর এবং বসবাসের অ্যাপার্টমেন্টস এবং সংশ্লিষ্ট স্টোর্স/ দোকানঘর ৮(আট) ক্লাস্টার (প্রতি ক্লাস্টারে ৩ টাওয়ার) এবং প্রস্তাবিত সকলের ব্যবহারের স্থান,সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের সুবিধা সহ। **ফ্ল্যাটের বিবরণ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং বি০৫-১১-০৩ নিম্নোক্ত টেবলে আনুমানিক এরিয়া সম্পর্কিত বিবরণ ১২তম তলে, টাওয়ার-৫, ক্লাস্টার-বি, প্রোজেক্ট গ্র্যান্ড ওয়ান'', ''শ্রীরাম গ্র্যান্ড সিটি'' অধীন,উত্তরপাড়া, হুগলি-৭১২২৪৬, পশ্চিমবঙ্গ। হস্তান্তর প্রক্রিয়া অধীন অ্যাপার্টমেন্টের এরিয়া বিস্তারিত: সুপারবিল্ট আপ এরিয়া (বর্গ ফুট) আনুমানিক-৮২৭.২ বর্গফুট, বিল্ট আপ এরিয়া (বর্গফুট) আনুমানিক -৬৫২.৫, কার্পেট এরিয়া (বর্গ ফুট) আনুমানিক -৫৬০.৮, এক্সক্লুসিভ ব্যালকনি (বর্গ ফুট) আনুমানিক- ৩৭.৭বর্গফুট এবং সম্পূর্ণ মালিকানাধীন হস্তান্তরযোগ্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের মালিকানা স্বত্ব অধিকার সহ গাড়ি রাখার প্রস্তাবিত ১(এক) কার পার্কিং স্পেস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথত ভাগ অংশ এবং প্রোজেক্ট গ্র্যান্ড ওয়ান স্থিত সকলের মালিক/প্রোমোটার, ক্রেতা/বন্টনগ্রহণকারী, আইনি ভোগদখলকারী সকলের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অংশ। **সম্পত্তি রামরামা দেবী এবং সঞ্জয় কুমার ঠাকুর উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০২২৩২-২০২৩ সালের।** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২৩,পৃষ্ঠা ৭০৪০৬ থেকে ৭০৪৪৪, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস -এডিএসআর, উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ।	১৭.১০.২০২৩	২৯.০৯.২০২৩	২১,০৭,৮২৯.০০ টাকা (একুশ লাখ সাত হাজার আটশো উনত্রিশ টাকা) ১৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৩
স্থান - হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঝাড়গ্রামে শিশু সুরক্ষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আন্তর্জাতিক শিশু সুরক্ষা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগ ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় শুক্রবার থেকে ঝাড়গ্রাম জেলা ব্যাপী শিশু সুরক্ষা সপ্তাহ পালন শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের সিধু কানহু সভাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একটি সুদৃশ্য ট্যাবলোর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল, অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগের সদস্যা নিয়তি মাহাতো, মহকুমা শাসক শুভজিত গুপ্ত ও অন্যান্যরা। নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দির এবং বিকাশ ভারতী ওয়েলে ফেয়ার কটেজ হোমের আবাসিকরা এদিনের নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

আরামবাগ শহরে পুকুর ভরাটের অভিযোগ, ক্ষোভে ফুঁসছে বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ শহরে লোকসংখ্যার বাড়ছে। শহরে একের পর এক বহুতল গড়ে উঠেছে। তারই ফাঁকে পুকুর ও জলাশয় বুজিয়ে নির্মাণ কাজ চলছে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এলাকার পুকুরে বর্জ্য ফেলা ও বোজানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দুর্গন্ধে তাঁরা টিকতে পারছেন না। পুকুর ভরাট বন্ধ না হলে পুকুরের অস্তিত্ব থাকবে না। আরামবাগ শহরে গত দুই দশক ধরে একাধিক পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। শহরের ভিতর সত্তরটার মতো পুকুর ছিল। বর্তমান পুকুর সংখ্যা তিরিশটিতে ঠেকেছে। এই পুকুরগুলো কতদিন থাকবে সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। পুরসভার ১৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুটি বড় পুকুরে অবস্থা সঙ্গীন। পুরসভার ৬ নম্বর

ওয়ার্ডের ব্লক পাড়া জনবহুল এলাকা। এলাকায় রয়েছে বাসস্ট্যান্ড, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর। ঘন জনবসতি এই এলাকার মধ্যে পুকুর-সহ একাধিক পুকুর রয়েছে। ভরাটের জেরে পুকুরের সীমানা ছোট হয়ে আসছে। পুকুরের অনেকটাই ইতিমধ্যেই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। পানাকুচুরিতে ভর্তি পুকুর নিয়মিত বর্জ্য ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আবর্জনার গন্ধে এলাকায় টিকতে পারছেন না। পুরসভাকে বলেও কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। অসাধু প্রমোটার ও স্থানীয় নেতৃত্বের একাংশ পুকুর বোজানোর পিছনে যুক্ত আছে বলে অভিযোগ উঠছে। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামল যশ বলেন, এই ওয়ার্ডে তিনটি বড় পুকুর আছে। পুকুরগুলোকে নানা কৌশলে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। পুকুরে নিয়মিত বর্জ্য ফেলা হয়। পুকুর বুজে যাওয়ায় নর্দমার মধ্যে দূষিত জল বের হতে পারছে না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাসিন্দাদের বসবাস করতে হচ্ছে। পুরসভাকে বিষয়টি নিয়ে বারবার জানানো হলেও কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পুকুর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা রেহানা বেগম বলেন, এলাকার কিছু মানুষ পুকুরে নিয়মিত আবর্জনা ফেলছে। দুর্গন্ধে এখানে বসবাস করতে পারছি না। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, শহরের পুকুরগুলোকে নানা কৌশলে বোজানো হচ্ছে। পুকুর বোজানো ও বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর বিষয়ে পুরসভাকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পরিবেশ বান্ধব গ্রীনসিটি প্রকল্প নিয়ে ঢাক পেটানো হচ্ছে। শহরের বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য পুরসভা ড্রোন উড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছে। তারপরেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাসিন্দাদের বসবাস করতে হচ্ছে। পুরসভা পদক্ষেপ না নিলে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামব। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন নন্দী বলেন, এলাকার বাসিন্দারা সমস্যার বিষয়ে আমাকে জানিয়েছেন। চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে। উনি দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। যাতে ওখানে নোংরা আবর্জনা না ফেলা হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৪০ বছরে দৈনিক বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস্

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন দৈনিক পত্রিকা বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস্ চল্লিশ তম বর্ষে পা রাখল। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর শহরের মির্জাবাজার এলাকায় চক্রবর্তী পরিবারের আঙিনায় বিশিষ্টজন ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে পত্রিকার চল্লিশতম জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

পত্রিকার শুরুর দিকের লেটার প্রেস যুগের কম্পোজিটর শেখ সেলিমের উপস্থিতিতে চক্রবর্তী পরিবারের দুই শিশু প্রতিনিধি শাক্য চক্রবর্তী ও পাহি চক্রবর্তী কেক কেটে পত্রিকার জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ওই দুই শিশু শিল্পী। সম্মানিত করা হয় লেটার প্রেস যুগের কম্পোজিটর শেখ সেলিমকে। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি জগতের প্রণব চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. মধুপ কুমার দে, শুভানুধ্যায়ী অসিত দত্ত, শ্যামল দাস, শান্তি দত্ত, বিশ্বেশ্বর সরকার, বিদ্যুৎ পাল, সুধাময় সরকার, মৃণাল দত্ত, সুতপা বসু সহ অনেকেই।

অনুষ্ঠানে পত্রিকার সম্পাদক

তারাশঙ্কর চক্রবর্তী উপস্থিত সকলের হাতে পত্রিকার ৪০তম জন্মদিনের স্মারক তুলে দেন। দৈনিক পত্রিকাটির পথচলার শুরুর দিকের নানা কথা এবং বর্তমান সময়ে পত্রিকার অগ্রগতির বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করা হয়। সম্পাদক জানান, তাঁদের পত্রিকার বিভিন্ন খবর নিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩৯টি মামলা হয়েছে এবং সব কটি ক্ষেত্রেই পত্রিকা জয়ী হয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকে দীর্ঘ ৩৯ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে মেদিনীপুর টাইমস্ দৈনিক পত্রিকাটি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অখিলবন্ধু মহাপাত্র।

হাসপাতালের বাথরুমে ৪ ঘণ্টা ধরে আটক রোগী

জানলার কাচ ভেঙে সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরের আটতলার বাথরুমে ঘণ্টা খানেক ধরে বন্দি এক রোগী। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাথরুমের জানালার কাচ ভেঙে চিৎকার করতে থাকে ওই রোগী। আর যা দেখে রীতিমতো মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীর আত্মীয় থেকে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। শুরু হয় চরম কৌতুহল এবং হইচই। এমন পরিস্থিতির বিষয়টি জানতে পেরে মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্গত পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরা তড়িঘড়ি আউটডোরের আটতলায় ছুটে যান। আর সেখানেই বাথরুমের দরজা খুলে উদ্ধার করা হয় ওই রোগীকে। শুক্রবার সকালে এমন ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রোগীর নাম সুব্রত হাওলাদার (২১)। তার বাড়ি বামনগোলা থানার রাখাল পুকুর এলাকায়। বর্তমানে সে পাকুয়া ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষে পাঠরত। নিজের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের আউটডোরের ৮ তলায় চিকিৎসা করাতে আসে। তবে চিকিৎসা করানোর আগে সে বাথরুমে গেলে কেউ বা কারা বাইরে থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরে ওই যুবক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কেউ ছুটে না আসায় অবশেষে বাঁচার জন্য বাথরুমে থাকা কাঁচের জানালা ভেঙে বাইরে ফেলে চিৎকার করতে থাকে। এরপরেই হাসপাতালে থাকা অন্যান্যদের নজরে আসলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশকে জানানো হয়। এরপরই পুলিশ কর্মীরা তড়িঘড়ি করে ওই যুবককে বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে বের করা হয়।

ওই যুবক জানিয়েছেন, তার বাড়ি বামনগোলা এলাকায়। বিগত কয়েকদিন আগে বিহারের পাটনায়

গেছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসা করাতে আসেন। এরপরেই ঘটে তার সঙ্গে এই ঘটনা। জানা গিয়েছে, সে পাকুয়া ডিগ্রি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলাই এই সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসে শুক্রবার সকালে।

তবে ওই যুবকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনায় কে বা কারা করে থাকতে পারে তার তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'খুশির দিয়া'র উদ্যোগে জঙ্গলমহল এলাকার রিমরাডাঙা গ্রামের শিশুদের নিয়ে পালিত হয় 'শিশু দিবস'।

জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে সোনা পুরশুড়ার নন্দিনীর

পুরশুড়া: অ্যাথলেটিক্সে দেশের সেরা হয়ে সোনা জিতে নজির গড়ল পুরশুড়ার হতদরিদ্র পরিবারের নন্দিনী সাঁতরা। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৩৮তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে লং জাম্পে ৫.৪৬ মিটার লাফিয়ে সোনার পদক ছিনিয়ে নিয়েছে নন্দিনী।

জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা গত ৭ থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হয়েছে। নন্দিনী পুরশুড়ার সারদামণি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, প্রশিক্ষক সকলে। নন্দিনীর বাবা নকুল সাঁতরা পেশায় দিনমজুর। অভাবের সংসার। সেই অভাবকে জয় করেই ২০১৯ সালে নন্দিনী রাজ্য প্রাথমিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২০০ মিটার দৌড়, লং জাম্প ও রিলে দৌড় তিনটি বিভাগে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়ে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। এবার দেশের সেরা হয়ে সবাইকে চমক দিয়েছে এই কিশোরী। আগামী দিনে আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ পেলে নন্দিনী, আরও বড়

সাফল্য পেতে পারে বলে দাবি অনেকেরই। ছাত্রীর এই বিরাট সাফল্যে খুশি প্রশিক্ষক রাজদীপ কারক। এই পরিস্থিতিতে মেয়েকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন তার বাবা নকুল সাঁতরা। তিনি জানিয়েছেন, সকলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে নন্দিনীর এগিয়ে চলার পথটা আরও সুগম হতে পারে।

জমিতে কাজ করার সময় সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিষধর বড়া সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম নেপাল দাস (৪৩)। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের বেঙাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সালঝার গ্রামে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার নেপাল দাস তিনি জমি থেকে ধান কেটে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন জমির আল ধরে। এরপর ফেরার পথে নেপালবাবুর ডান পায়ে সাপে কামড়ায় বলে পরিবারের সদস্যরা জানায়। ঘটনার কথা শুনেই স্থানীয় এবং পরিবারের সদস্যরা নেপালবাবুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। শুক্রবার থেকেই নেপাল বাবুর আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। চিকিৎসা চলাকালীন তার মৃত্যু হয়। পেশায় দিনমজুর পাশাপাশি চাষবাসের কাজ করতেন। জানা গিয়েছে, নেপাল বাবুর বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া রয়েছে দুই মেয়ে। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতের দাদা গোপাল দাস জানান, শুক্রবার মাঠে ধান কাটতে গিয়েছিল সেখানে কাজ সেরে বাড়ি আসার সময় বড়া সাপে কামড়ায়। আমরা জানতে পেরেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসে ভর্তি করি আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। দাদা মারা যায় চিকিৎসা চলাকালীন। চাষের কাজ করতেন তিনি। কাজ সেরে আর রাস্তা দিয়ে বাড়ি আসছিল তখন তার ডান পায়ে সাপে কামড়ায়। নেপাল বাবুর মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ও পরিবারে শোকের ছায়া।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় কঠোর নিরাপত্তা, গাইড ম্যাপ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে থানার পাশে গঙ্গার ধারে পুলিশ কমিশনার অমিত জাগলভি সাংবাদিক সম্মেলন করলেন এবং দর্শনার্থীদের জন্য ও সাংবাদিকদের জন্য শুক্রবার গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

পুলিশ কমিশনার অমিত জাগলভি জানান, এবার চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজোয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিশ্চিন্তে প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনটে ড্রোন পুরো এলাকা নজর রাখবে। এছাড়া বেশ কিছু এন্ট্রি পয়েন্ট রাখা হয়েছে। গঙ্গার ঘাটগুলোতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চন্দননগর স্টেশনে ও দর্শনার্থীদের জন্য কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে। পুরো চন্দননগর শহর মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বর এলাকাগুলোতে সিসি ক্যামেরা রাখা হয়েছে, থাকছে সাদা পোশাকে প্রচুর পুলিশ।

এছাড়া আড়াই হাজার পুলিশ থাকছে, শিশুদের জন্য পরিচয়পত্র রাখা হয়েছে, সেখানে নাম ঠিকানা

ফোন নম্বর দিয়ে শিশুদের পোশাকে সেঁটে দিতে হবে, গঙ্গায় পুলিশের লঞ্চ টহল দেবে। থাকছে নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে মেডিক্যাল ক্যাম্প, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছাড়া ডিসিপি, এসিপি মর্যাদার পুলিশ অফিসাররা থাকছেন। বয়স্কদের প্রতিমা দর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বুথ থাকছে। সবাইকে গাইড ম্যাপ দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন দর্শনার্থীদের জন্য।

ঐতিহ্যের সঙ্গে থিমের মেলবন্ধন চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয়

বনস্পতি দে ● চন্দননগর

দুর্গাপুজো, কালীপুজো আর ভাইফোঁটার পর এবার এগিয়ে আসছে জগদ্ধাত্রী পুজো। জগদ্ধাত্রী পুজো মানে প্রথমেই যে জায়গার কথা বেশিরভাগ মানুষের মাথায় আসে, তা হল চন্দননগর। ঐতিহ্যের পাশাপাশি থিমের ছোঁয়াও দেখা যায় চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয়। আর সেই সমস্ত থিম মন জিতে নেয় দর্শনার্থীদের। এবারেও তার ব্যতিক্রম নেই।

এবারও ঐতিহ্যের সঙ্গে থিমের মেলবন্ধন দেখা যাবে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোয়।

এবারের কিছু পুজোর থিম-

মহাডাঙা মেইন রোড বালক সংঘের ৪৪তম বর্ষের নিবেদন 'লালসার জ্বালে গুপ্তধনের সন্ধানে'। বোড় কালীতলা সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির থিম 'ধামসা তালে মাতবে নগর, সাজছে তাই রানির বাড়ি, ২৩ রাতেও সাজবে রানি, চড়বে যখন আলোর গাড়ি।' গঞ্জ শীতলাতলা ৪৯ বছরের নিবেদন '৫০ অপেক্ষায়'। গোন্দলপাড়া কাছারিঘাট জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি ৪৩তম বর্ষের ভাবনা 'অদিবাসীদের জয়যাত্রা'।

১৫ পল্লি জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির এবারের পুজোয় ফুটে উঠবে 'বিশ্বরূপ উমা'। কলুপুকুর সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি ৪৭তম বর্ষের থিম 'কুরুক্ষেত্রের রথ'। কপালিপাড়া সাহেববাগান সর্বজনীন এই বছর ৫৮তম বর্ষে পদার্পণ করছে। এবার তাদের ভাবনা 'আলোকবর্তিকা'। গোন্দলপাড়া মনসাতলা জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি ৮২তম বর্ষের নিবেদন 'ইচ্ছাডানা'। সুভাষপল্লি সর্বজনীন শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি এবার ৫৫তম বর্ষে পদার্পণ করছে। এবার তাদের থিম 'ভক্তিতেই মুক্তি'। কলুপুকুরধার সর্বজনীন শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির এই বছর ভাবনা 'প্রবাহ'। হালদার পাড়া আদি সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির এই বছর হালদারপাড়ার থিম 'মাটির ঘরে মা'।

SBI — রিটেল অ্যাসেটস সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in
গাড়ীর অকশন

ব্যাঙ্ক এর কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি খোলা নিলামে বিক্রি করা হবে **২৮.১১.২০২৩ (মঙ্গলবার)**। ইচ্ছুক ক্রেতাদের **২৪.১১.২০২৩ (সোমবার) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টের মধ্যে** ব্যক্তিগতভাবে উপরে উল্লিখিত সাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। খোলা নিলাম **বিকেল ৪.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত আরএসিপিসি হাওড়া, ২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১**-তে অনুষ্ঠিত হবে।

গাড়ির বিবরণ

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য
১.	Model/Make: MAHINDRA XUV 500 FWD W9, Engine No. : WTJ4H19949, Chassis No. :MA1YU2WTUJ6H13535, Vehicle Registration No. : WB 12AV 9528.	২০১৮	৭,২৯,০৮৬.০০ টাকা

ব্রাঞ্চের আধিকারিকদের যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭৮৯২০৮

দ্রষ্টব্য : এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।
গাড়িগুলি "**যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে" এবং "যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ১০ শতাংশ সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ চেক মাধ্যমে যা "এসবিআই, আরএসিপিসি হাওড়া"** অনুকূলে **(নগদ গৃহীত হবে না)**
খ) আগ্রহী ক্রেতাদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে কেওয়াইসি নথি দাখিলে (আইডি প্রমাণ এবং ঠিকানা প্রমাণ সহ) মূল কপিতে 'টেন্ডার আবেদন ফর্ম' ২৩.১১.২০২৩ সকাল ১১টা বিকেল ৫টার মধ্যে ব্যাঙ্কের আধিকারিকের নিকট, এসবিআই আরএসিপিসি, হাওড়া (৩য় তল) নিকট। সংশ্লিষ্ট সময়ের পর কোনও ফর্ম গহীত হবে না।
গ) কেবল টেন্ডারদাতাই নিলামের সময় উপস্থিত থাকতে পারবে। কোনও প্রতিনিধিকে নিলামের সময় থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না।
ঘ) সংরক্ষিত মূল্যের কম টেন্ডার মূল্য বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
ঙ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(চ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর**। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে**। সফল ডাকদাতা যদি সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি ডাকমূল্য দাখিল না করলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
(ছ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(জ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। "**এসবিআই আরএসিপিসি হাওড়া**" বা অন্য এসবিআই শাখা/অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়**, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য

তারিখ - ১৮.১১.২০২৩
স্থান- হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি হাওড়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল,
বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩,
ফোন : (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল : zochinsurah@indianbank.co.in

গাড়ির ই-নিলাম নোটিশ
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের দখলে নেওয়া হাইপোথিকেটেড যানবাহনগুলি 'যেমন আছে সেখানে যা আছে এবং কোনও উপায় ছাড়াই' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, ব্যাঙ্কের পাওনা ও সুদ আদায়ের জন্য এখানে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। **২২.১২.২০২৩ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ওয়েবসাইট https://www.mstecommerce.com** এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম-ব্যাঙ্কের শাখার নাম, যেখানে ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট রয়েছে, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া (সুদ সহ),	ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন ভেহিকেলের বিবরণ	ই-বিকরে সম্পত্তি আইডি-সংরক্ষিত মূল্য-ইএমডি-ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ-পার্কিং চার্জ (এইচ১ ডাকাদাতাকে বহন করতে হবে)	নির্ধারিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১	**শ্রী দেবাশিস মন্ডল কোন্নগর শাখা ৪,৩৫,৮৯১.০০ টাকা ১৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী**	ভেহিকেল - **টাটা বোল্টএক্সই** রেজি নং : **WB172480** ইঞ্জিন নং : **১০০এ২০০০০৬৯৯৭৬৫,** চেসিস নং : **MAT611601HPH22619** নির্মাণ বর্ষ : **২০১৭**	**IDIB50431929122 ৭৭,০০০.০০ টাকা ৭,৭০০.০০ টাকা ৫,০০০.০০ টাকা প্রযোজ্য মতে**	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধতা ব্যতীত অন্য দায়বদ্ধতা নেই (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)
২	**শ্রীমতি সাধনা ঢালি ব্যান্ডেল বাজার শাখা ৬,৫৬,১৭৬.০০ টাকা ১৬.১১.২০২৩ অনুযায়ী**	কমার্শিয়াল ভেহিকেল ক্যাব - **মারুতি, ট্যুর এস, ডিজেল** রেজি নং: **WB-15D-2625** চেসিস নং:**MA3FJEB1S00B23791** নির্মাণ বর্ষ : **২০১৭**	**IDIB50410372709 ৩,০০,০০০.০০ টাকা ৩০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা প্রযোজ্য মতে**	ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে দায়বদ্ধতা ব্যতীত অন্য দায়বদ্ধতা নেই (ই- এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)।

ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে অনলাইন পোর্টালে (https://www.mstecommerce.com/ auctionhome/ibapi) নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরন্তু, তাদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একবার কেওয়াইসি নথিগুলি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা যাচাই করা হলে (২ কার্যদিবস সময় লাগতে পারে), ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাদের **২১.১২.২০২৩ এর মধ্যে তার গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে** ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে অর্থাৎ পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময় আগে। নিলামের আগে রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর অবশ্যই ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময় **২২.১২.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে** পর্যন্ত **www.mstecommerce.com** (পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম)।
(বিস্তারিত শর্তাবলী পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে **www.mstecommerce.com**)।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৩
স্থান : ব্যান্ডেল
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : শ্রী বিদ্যুৎ কুমার দে এবং শ্রীমতি দীপালি দে ফ্ল্যাট নং বি২, ৩য় তল, সন্ধ্যা - ৬, ৩, রামমোহন প্লেস, কোন্নগর, হুগলি, পিন - ৭১২২৩৫ এবং ফ্ল্যাট নং ৪১১, ৫ম তল, মায়া এনক্লেভ, ৩৫৮ ইন্দিরা গান্ধি রোড, কোন্নগর, হুগলি - ৭১২২৩৫ লোন এ/সি নং **৩৭০২০৮০৯০৭১ এবং ৩৭০৪২০২৩০৫০ শাখা : কোন্নগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট অবস্থিত পঞ্চমতলে ফ্ল্যাট নং ৪১১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (২৫ শতাংশ) ৯৯৭ বর্গফুট, তিন বেড রুম, এক ডাইনিং তথা লিভিং হল, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, এবং ২ টয়লেট এবং এক ঢাকা গ্যারাজ একতলায় গ্যারাজ নং ১ সমন্বিত। সম্পত্তি "**মায়া এনক্লেভ**" কমপ্লেক্সের অধীন, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৫৮, ইন্দিরা গান্ধি রোড, কোন্নগর, হুগলি- ৭১২২৩৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ৪১২, দক্ষিণে : সিঁড়ি, পশ্চিমে : খোলা জায়গা সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রী বিদ্যুৎ কুমার দে এবং দীপালি দে'র** নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৮৫১-২০২২। ভল্যুম নং -০৬২১-২০২২, পৃষ্ঠা ৪৬৮৬১ থেকে ৪৬৯২৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি এবং উল্লেখ্য দলিল নং -০৬২১০০৮৫০-২০২২ সালের, ভল্যুম নং ০৬২১-২০২২, পৃষ্ঠা ৪৬৯২৯ থেকে ৪৬৯৯২, নথিভুক্ত বুক নং-১, এডিএসআর উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি।	**ক) ১৭.১১.২০২৩ খ) ১৪.০৯.২০২৩ গ) ২২,১৭,৫০৭.০০ টাকা (বাইশ লাখ সতের হাজার পাঁচশো সাত টাকা) টাকা** ১৪.০৯.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাগণকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৭.১১.২০২৩, স্থান - উত্তরপাড়া
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
জগাছা শাখা
আশীর্বাদ, মহিয়ারী রোড, দর্শা বিবেক ভিল,
জি.আই.পি কলোনি, জগাছা, হাওড়া, পব ৭১১১১২
যোগাযোগ নং ০৩৩-২৬৫৭৬২৮২ ইমেল : jagacha@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., জগাছা ব্রাঞ্চ, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২ ডিসেম্বর ২০২৩ (২২.১২.২০২৩) তারিখ, ১১,৭১,৪০৫.৩২ টাকা** (এগারো লাখ একাত্তর হাজার চারশো পাঁচ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ০১.১১.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট **(১) মেসার্স সি এম এ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : শ্রী মহুয়া রায়,** দর্শা মনসাতলা, জিআইপি কলোনি, হাওড়া - ৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ **আরও শ্রী মহুয়া রায়,** আশীর্বাদ ভবন, দর্শা চৌধুরী পাড়া, মনসাতলা বাজার, জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ **২. শ্রী অংশুমান রায় (জামিনদাতা)** আশীর্বাদ ভবন, দর্শা চৌধুরী পাড়া, মনসাতলা বাজার, জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া-৭১১১১২, পশ্চিমবঙ্গ বকেয়া আদায়ের জন্য কাছ থেকে।
সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **১৯,২৮,০৭০ টাকা** (উনিশ লাখ আঠাশ হাজার সত্তর টাকা) বায়না জমা **১,৯২,৮০৭ টাকা (এক লাখ বিরানব্বই হাজার আটশ সাত টাকা)।**

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১, দোতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৫৫৫ বর্গফুট কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং সংশ্লিষ্ট সকল ফিক্সচার এবং স্যানিটারি এবং বৈদ্যুতিক সুবিধাদি এবং ফিটিংস উক্ত ফ্ল্যাটে তিনতলা ভবনের ব্লক 'বি' জমির প্রেমিসেস মৌজা -সাঁতরাগাছি, দাগ নং ১১৭৩, খতিয়ান নং ৭১৫, জেএল নং ৪, ওয়ার্ড নং ৪৮, থানা- জগাছা,জেলা- হাওড়া,রামরাজাতলা স্টেশন রোড, হাওড়া-৭১১১০৪। ফ্ল্যাট **শ্রী অংশুমান রায়** এর নামে।

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, ক্যানব্যাঙ্ক কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেডের পোর্টাল **www.indianbankseauction.com** দেখুন।
বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।
তারিখ : ১৬.১১.২০২৩
স্থান : জগাছা
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

প্রিয়াঙ্কার ‘বেটে’ কটাক্ষের পাল্টা দিলেন সিন্ধিয়া

ভোপাল, ১৭ নভেম্বর: কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধির কটাক্ষের জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। প্রিয়াঙ্কার ‘বেঁটে’ কটাক্ষের ২ দিন পর শুক্রবার সিন্ধিয়া ‘লম্বা’ নেতাদের উদ্দেশে পাল্টা দিয়েছেন। এ বিষয়ে সিন্ধিয়া বলেছেন, ‘কেউ যদি আমার উপর রুষ্ট হয়ে থাকে তাতে আমার কিছু করার নেই। কিছু জন আছেন, তাঁরা নিজেদের ‘লম্বা’ নেতা বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা উত্তরপ্রদেশে ৮০টি আসনের মধ্যে মাত্র একটিতে জিততে পেরেছেন। এমনকী কংগ্রেস দলের সভাপতিও হেরেছেন ভোটে।’

প্রিয়াঙ্কার প্রসঙ্গেও সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন সিন্ধিয়া। তা নিয়ে সিন্ধিয়া বলেছেন, ‘আমার কোনও ক্ষোভ নেই। আমি ক্ষোভ পুষে রাখায় বিশ্বাসী নয়। ভগবান আপনাকে খুব স্বল্প সময়ের জীবন দিয়েছেন মানুষের সেবা করার জন্য। তাঁদের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জনের জন্য।’ এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশের ভোটের বিষয়েও নিজের মত জানিয়েছেন কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মধ্যপ্রদেশের এই রাজনৈতিক নেতা। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি-র জয়ের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে তাঁকে। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, ‘উন্নয়নের ট্র্যাক রেকর্ড আমাদের পক্ষেই। আমি আত্মবিশ্বাসী, মধ্যপ্রদেশের মানুষ আমাদেরই আশীর্বাদ করবেন।’

১৫ নভেম্বর এক নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি আক্রমণ করেছিলেন সিন্ধিয়াকে। প্রিয়াঙ্কা বলেছিলেন, ‘তাঁর উচ্চতা একটু কম। কিন্তু অহঙ্কারে ‘বাহ ভাই বাহ’।’ সিন্ধিয়া যখন কংগ্রেসে ছিলেন তখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। প্রিয়াঙ্কার এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা আগেই করেছিল বিজেপি। নির্বাচনের দিন পাল্টা কটাক্ষ ছুড়লেন সিন্ধিয়াও।

কুলগামে রাতভর গুলির লড়াই নিহত তিন লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর: সেনা, সিআরপিএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে শুক্রবার ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় পাক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তইবার তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে।

পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা ওই এলাকায় আরও জঙ্গি লুকিয়ে থাকার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাই পুরো এলাকা ঘিরে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টা থেকে ধমহাল হাঞ্জি পোরা এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী। সামনো গ্রামে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের সঙ্গে রাতে শুরু হয় গুলির লড়াই।

কুলগাম জেলায় ওই এলাকা দীর্ঘ দিন ধরে ‘জঙ্গি উপদ্রুত’ বলে পরিচিত। হাঞ্জি পোরার অদূরে ওয়াইকে পোরা এলাকায় ২০২০ সালের অক্টোবরে বিজেপি যুব মোর্চার তিন নেতাকে খুন করেছিল লস্কর ঘনিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)।

মসজিদ থেকে ইটবৃষ্টি, উত্তপ্ত হরিয়ানার নুহ

চণ্ডীগড়, ১৭ নভেম্বর: ফের সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াল নুহতে। পুজো করতে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকজন মহিলার দিকে পাথর ছোড়া হয়। মসজিদ এলাকা থেকেই তাঁদের দিকে পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ৮ জন। তার পরেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় জনতা। ডিএসপি জানান, ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, অগস্ট মাসে হরিয়ানার নুহতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হিংসায় ৬ জনের মৃত্যু হয়। তিন মাসের মধ্যে ফের হিংসার ঘটনা সেরাজ্যে।

নুহের পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েকজন মহিলা ও শিশু মিলে কুয়ো পূজন করতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই তাঁদের লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি শুরু হয়। মসজিদ এলাকা পেরনোর সময়েই আক্রান্ত হন তাঁরা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। আহত হন ৮ জন মহিলা। প্রাথমিকভাবে অনুমান, মসজিদ এলাকা থেকে কয়েকজন নাবালক পাথর ছুড়ছিল। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় এসপি জানান, ঘটনাস্থলের ভিডিও খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। মসজিদ সারানোর কাজ চলছিল, সেখান থেকেই মহিলাদের দিকে পাথর ছোড়া হয়। আপাতত অভিযুক্ত নাবালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বলেই দাবি পুলিশের। ঘটনার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

তবে শুক্রবার সকাল থেকে ফের অশান্তি শুরু হয় নুহতে। পাথর ছোড়ার ঘটনায় প্রবল বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামেন ডিএসপি বীরেন্দ্র সিং। সকলকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান। তিনি বলেন, ‘ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ উল্লেখ্য, অগস্ট মাসে সাম্প্রদায়িক হিংসার পরে দীর্ঘদিন অশান্ত ছিল নুহ। বন্ধ ছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হতেই ফের অশান্তি নুহতে।

মৃত আইটিবিপি জওয়ান

রায়পুর, ১৭ নভেম্বর: শুক্রবার ছিল ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা। ভোটদান শেষ হওয়ার পরই গরিয়াবন্দের বড়ে গোবরা গ্রামে আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু হল আইটিবিপি জওয়ানের। নকশালরাই এই বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রয়াত জওয়ানের নাম যোগিন্দর সিং। তিনি হেড কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। ৯০ আসনের ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ছিল ৭ নভেম্বর। এদিন ছিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ। এদিন ছিল ৭০ আসনের ভোট। নির্বাচনের ফলপ্রকাশ ৩ ডিসেম্বর।

ডিপফেক ভিডিও নিয়ে উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: রশ্মিকা মান্দানার ডিপফেক ভিডিও ঘিরে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। ডিপফেক এআই প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি ভিডিও নতুন করে সাইবার ক্রাইমের প্রতি মানুষের ভয় বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। বলেন, ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এই সময়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে আরও দায়িত্ববান হতে হবে।’

মোদি জানাচ্ছেন, চ্যাটজিপিটি টিমকে তিনি ডিপফেক ভিডিও দেখলেই নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কোনও ভাবেই যেন এই ধরনের ভিডিও ছড়িয়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে সতর্ক করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে দিওয়ালির অনুষ্ঠানে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেখানেই তাঁকে ডিপফেক ভিডিওকে ‘উদ্বেগজনক’ বলতে শোনা যায়। তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে আর্জি জানান, মানুষকে এই বিষয়ে আরও অবগত করার জন্য। এমনকী তাঁরও যে এই ধরনের ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে, সেকথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। একটি ভিডিওর উল্লেখ করেছেন তিনি, যেখানে মোদিকে এক মহিলার সঙ্গে গরবার নাচ করতে দেখা গিয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, তিনি তরুণ বয়সের পর আর গরবা নাচ করেননি।

নৈনিতালে খাদে পড়ল পিক আপ ভ্যান, মৃত ৮

দেরাদুন, ১৭ নভেম্বর: উত্তরাখণ্ডে ফের পথদুর্ঘটনা। নৈনিতালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি পিক আপ ভ্যান। এই ঘটনায় অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন তিন জন।

শুক্রবার সকাল ৮টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি চেদাখান-মিদার সড়ক ধরে পাটলোট থেকে আমজাদ গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইককে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় সেটি।

নৈনিতালের সিনিয়র পুলিশ সুপার প্রহ্লাদ নারায়ণ মিনা এই প্রসঙ্গে জানান, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছ’জনের। গুরুতর জখম অবস্থায় দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে সেখানে মৃত্যু হয় তাঁদেরও। আহত তিন জন স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী। এর পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তিনি।

মানবিক যুদ্ধবিরতি চেয়ে প্রস্তাব গৃহীত রাষ্ট্রসংঘে

তেল আভিভ, ১৭ নভেম্বর: গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসনে তীব্র সংকটে সাধারণ নাগরিক। মৃত্যুমিছিল রুখতে বর্ধিত মেয়াদে সংঘর্ষের ‘জরুরি’ এবং ‘মানবিক স্বার্থে বিরতি’ চেয়ে বুধবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলেই খবর। এর আগে রাষ্ট্রসংঘের তরফে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ রোধে একই ধরনের প্রচেষ্টা বার চারেক করা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এদিকে রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নাকোচ করে দিয়েছে ইজরায়েল।

অবশেষে এই প্রথম গাজায় রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ‘মানবিক যুদ্ধবিরতি’র পাশাপাশি ‘মানবিক করিডর’ তৈরিরও আহ্বান সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। ওই করিডর দিয়ে গাজার উপদ্রুত অংশে ত্রাণ পাঠানো হবে। তবে এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে ইজরায়েল। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবের পক্ষে ভোটের ফলাফল ১২-০। আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বক্তব্য, প্রস্তাবে গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের আচমকা হামলার কোনও নিন্দা করা হয়নি। তাই তারা ভোটদান করেনি। আবার রাশিয়ার মতে, এই প্রস্তাব মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবি যথার্থভাবে জানাতে ব্যর্থ। তাই তারা ভোট দেয়নি।

অন্যদিকে, হামাসকে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্রসংঘ বাস্তব পরিস্থিতির থেকে অনেক দূরে রয়েছে। যা অর্থহীন। আন্তর্জাতিক আইন মেনে ইজরায়েলের যা করার তাই করবে। কিন্তু হামাস কি কখনও এই প্রস্তাব মেনে চলবে? প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করা তো দূরের কথা ওরা কোনও দিন এটা পড়েও দেখবে না। এটা খুবই দুঃখের বিষয়। কাউন্সিল কোনও সময় হামাসের নিন্দা করে না। গত ৭ অক্টোবর ওরা যা করেছে কোনও দিন তার উল্লেখ করা হয় না। এটা খুবই লজ্জার।’

উল্লেখ্য, গাজার আল শিফা হাসপাতালে এখনও জোরদার তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। তাদের দাবি, হামাস জঙ্গিরা হাসপাতালের ভিতরেই লুকিয়ে আছে। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের সরঞ্জামের মধ্যে তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু সেই ছবি এবং প্রমাণ ‘সাজানো’ বলে দাবি করেছে হামাস।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. EQ- No. 64/WS/Eng/23 Dt. 04.11.23
Bid Submission period : 28.11.23 instead of 10.11.23.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

An e-tender invited by Prodhan, Kalinga Gram Panchayet (under Chapra Panchayet Samiti), P.O. Ichhapur, Dist. Nadia at Govt. website. For details please contact to the office or visit : **http://webtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Kalinga Gram Panchayat,
Ichhapur, Nadia

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT,
DIST:- PURBABURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 29 D.M/ENGG Date-17/11/2023. ID NO - 2023_MAD_605134_1. E-NIT 30 D.M/ENGG Date-17/11/2023. ID NO - 2023_MAD_605173_1**.For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in.** Office ph no 7478003845.
Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
NOTIFICATION
Memo No. 2298/B.M./2023-24 Dated : 17.11.2023
Bolpur Municipality has declared themselves as Open Defection and Open urination free Municipality and preliminary Resolution passed by the BOC on 12.10.2023 in this regard. The Municipality is hereby inviting public feedback in writing with 15 days' timeline from 18.11.2023 to 02.12.2023. After resolving all the concerns received within stipulated time period the BOC of the Municipality will finally adopt the resolution to declare itself as ODF plus Municipality. If anyone found to be practising open defecation/ urination, the Municipality will impose spot fine of Rs. 200.00 for open defecation and Rs. 100.00 for open urination. The BOC has adopted Service level Benchmark on Water Supply Services, Sewage Management (Sewerage and Sanitation) and Storm Water Drainage.
Sd/-
Smt. Parna Ghosh
Chairman
Bolpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএমই (ওয়াগন)/কেজিপিডব্লু, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ১১টার** আগে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং তা **বেলা ১১টায়** খোলা হবে। **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-এমপি-হায়ারিং-বিআরএনএএইচএস, তারিখ ঃ ১৬.১১.২০২৩। কাজের বিবরণঃ** এনডব্লুএস/কেজিপিডব্লু-তে এক বছরের জন্য বিআরএনএএইচএস ওয়াগনগুলির ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ও প্রতিরোধমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আউটসোর্স করা কর্মীবৃন্দ ভাড়া করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩৬,৭৮,৯৪০.৬০ টাকা (১৮% হারে জিএসটি সহ)। **বায়না মূল্যঃ** ৭৩,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১২.২০২৩ বেলা ১১টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in**। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-831)**

Office of the Kamra Gram Panchayat
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no : **(1) KGP/391/2023,** Dated : **17.11.2023** at different place within at Kamra Gram Panchayat, Budge Budge-II Panchayat Samity, South 24 Pgs, WB. Tender publish date **17.11.23** at **9.00** am. Last date for the online receipt of tender is **27.11.23** at **09.00** am & open **29.11.23** at **02.00** pm. Details will be available at the website **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat

DUBRAJPUR MUNICIPALITY
P.O.- Dubrajpur, Dist- Birbhum
ABRIDGED TENDER NOTICE
Sealed tenders are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-
1. NIeT No: 11/DEV of 2023-24, Memo No - 3582/ DM/2023 DT:-09.11.2023. Bid Submission Closing date (On-Line) **30.11.2023 upto 16.55 hrs.** Bid opening date for technical proposals (On-Line) **04.12.2023 at 15.00 hrs**
Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in".**
Sd/- Chairman
Dubrajpur Municipality
Birbhum

মেঘনার হাত ধরে নতুন উচ্চতায় রেভলন ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: মেঘনা মোদির হাত ধরে ভারতে বাজারে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পরিকল্পনা করছে রেভলন ইন্ডিয়া। সংস্থার চেয়ারম্যান উমেশ মোদির বড় মেয়ে মেঘনা লন্ডন বিজনেস স্কুল এবং হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে স্নাতক হন। হার্ভার্ডে যাওয়ার আগে রেভলনের হয়ে কাজ করার পর তিনি হার্ভার্ড থেকে এমবিএ করেন। এরপর পড়াশোনা শেষ করে ভারতে ফিরে আসার আগে চার বছর বোস্টনের একটি নামী ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ফার্ম বেইন কনসাল্টিংয়ে কাজ করেছেন। সম্প্রতি রেভলন ইন্ডিয়ায় যোগদান করেছেন মেঘনা। নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে এবার রেভলনকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছনোর সবরকম পরিকল্পনা করতে শুরু করেছেন তিনি।

হামাসের রাজনৈতিক প্রধানের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল ইজরায়েল

জেরুজালেম, ১৭ নভেম্বর: ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ করেছে ইজরায়েল। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। তাদের হাতে একে একে নিকেশ হয়েছে শীর্ষ হামাস নেতারা। এবার তেল আভিভের রক্তচক্ষুর নজরে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ। বোমা ফেলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার বাড়ি। ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করল ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস।

বৃহস্পতিবারের এই হামলার প্রসঙ্গে আইডিএফের তরফে জানানো হয়েছে, গাজায় ইসমাইল হানিয়েহর বাড়ি আক্রমণ করা হয়েছে। ইজরায়েলের দাবি, হানিয়েহর বাড়ি জঙ্গিদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হত। এখানে বসেই ছক কষা হয়েছিল কীভাবে ইজরায়েলের সাধারণ মানুষ ও সেনার উপর হামলা চালানো হবে। এখান থেকেই হামাসের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর জঙ্গিদের নির্দেশ দেওয়া হত।

উল্লেখ্য, হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহকে বহু দেশ হামাসের প্রধান হিসাবে গণ্য করে। নয়ের দশকের শেষ থেকে উত্থান শুরু হয় হানিয়েহর। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের ‘ডান হাত’ বলে পরিচিত এই জঙ্গি। ২০০৬ সালে প্যালেস্তাইনের প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচিত হয়।

গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালিয়েছিল প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। প্রাণ হারিয়েছিলেন হাজারের উপর ইজরায়েলি। বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন, মূলত ইরানের মদতেই এতটা আক্রমণাত্মক হয়েছে এই সুন্নি জিহাদিরা। হামাসের সেনাপ্রধান মহম্মদ দাইফ ও রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ একাধিক বার নাকি তেহরান সফরেও গিয়েছিল। ফলে অন্যান্য হামাস নেতাদের মতো ইজরায়েলের নিশানায় ছিল এই হানিয়েহও।

রোহিতদের দুর্বলতা ধরে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া!
ফাইনালের আগে জানিয়ে দিলেন দলের জোরে বোলার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে কি তৃতীয় বার বিশ্বকাপ জিততে পারবেন রোহিত শর্মারা? ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের এখন একটাই প্রশ্ন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলার জস হ্যাজলউড কিন্তু বলে দিলেন কোথায় কোথায় দুর্বল ভারত।

বিশ্বকাপের প্রথম দু'টি ম্যাচ জিততে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। তার পর টানা আটটি ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছে প্যাট কামিন্সের দল। রোহিতেরাও জিতেছেন টানা ১০টি ম্যাচ। ক্রিকেটপ্রেমীদের আশা, আগামী রবিবার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স, শক্তি, দুর্বলতা সব কিছুই জানা অস্ট্রেলিয়া শিবিরের। সেমিফাইনালের পর সে কথাই বলেছেন অস্ট্রেলীয় জোরে বোলার।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হ্যাজলউড বলেছেন, "ভারতের সবাই দারুণ ফর্মে রয়েছে। ওদের ভাল জোরে বোলার রয়েছে। ভাল স্পিনার রয়েছে। ব্যাটারেরাও সব দারুণ। ক্রিকেটের প্রতিটি বিভাগেই ওরা দুর্দান্ত।" তা হলে কি ভারতীয় দলের কোনও দুর্বলতা নেই? অসি জোরে বোলার বলেছেন, "চেন্নাইয়ে প্রথম ম্যাচে ওদের কয়েকটা ছোটখাটো দুর্বলতা আমাদের চোখে পড়েছে। কম রান তাড়া করতেও একটু সমস্যা হয়েছিল। আমরা দুটো উইকেট তাড়াতাড়ি তুলে নিতে পেরেছিলাম। তবে সত্যি বলতে, ভারতীয় দলের তেমন কোনও দুর্বলতা নেই। আমরা দেখতে পাইনি।"

বিশ্বকাপের লিগ পর্বে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমদাবাদের ২২ গজে খেলার অভিজ্ঞতা ফাইনালে তাঁদের সাহায্য করবে বলে মনে করছেন হ্যাজলউড। তিনি বলেছেন, "একটা দেশে অনেক মাঠ থাকা দারুণ ব্যাপার। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম; উইকেট, আবহাওয়ার পার্থক্য থাকে। সব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। বোলারদের মানিয়ে নিতে হয়। ব্যাটারদের মানিয়ে নিতে হয়। তবে আমদাবাদের উইকেট বেশ ভাল। পাটা উইকেট। মনে হয় আমরা একই রকম উইকেট পাব।"

হ্যাজলউড আত্মবিশ্বাসী। রাউন্ড রবিন লিগ পর্বে রোহিতদের কাছে হারতে হলেও খেতাব জিতেই দেশে ফিরতে চান।

বিশ্বজয়ী অধিনায়কের নিন্দা সংসদে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব জয় শাহের কাছে দুঃখপ্রকাশ শ্রীলঙ্কা সরকারের। সে দেশের ক্রিকেটের দুরবস্থা নিয়ে সম্প্রতি অর্জুন রণতুঙ্গার একটি মন্তব্যের জন্য এই দুঃখপ্রকাশ।

বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিপর্যয়ের পর বিসিসিআই সচিবের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ছিলেন ১৯৯৬ সালের বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। রণতুঙ্গা অভিযোগ করে বলেছিলেন, জয়ের নির্দেশে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডে বিপুল দুর্নীতি হচ্ছে। তাতে আখেরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে দেশের ক্রিকেট। শ্রীলঙ্কার একটি সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে জয়ের ভাল যোগাযোগ রয়েছে। সেই কারণে কর্তারা মনে করছেন, তাঁরা যা

বোর্ড সচিব জয়ের কাছে দুঃখপ্রকাশ শ্রীলঙ্কা সরকারের

ইচ্ছা করতে পারেন। আদতে জয় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট চালাচ্ছে। ওর নির্দেশেই সব চলছে। ভারত থেকে একটা লোকের চাপে ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ওর বাবা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সে জন্যই জয়ের এত ক্ষমতা।"

স্বাভাবিত ভাবেই রণতুঙ্গার মন্তব্য ভাল ভাবে নেননি বিসিসিআই কর্তারা। বিশ্বকাপের মাঝে এ নিয়ে অবশ্য কোনও রকম জলঘোলাও করেননি তাঁরা। তবু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতেই দুঃখপ্রকাশ করল সে দেশের সরকার। শুক্রবার শ্রীলঙ্কার সংসদের অধিবেশনে সে দেশের দুই মন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডো এবং কাঞ্চানা উইজেশেখরা নিন্দা প্রস্তাব আনেন রণতুঙ্গার বিরুদ্ধে। প্রাক্তন অধিনায়কের মন্তব্যকে তাঁরা দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে মন্তব্য করেন। উইজেশেখরা বলেছেন, "আমরা সরকারের তরফ থেকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান জয় শাহের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। আমরা আমাদের ক্রিকেট সংস্থার ভুলের জন্য এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান বা অন্য দেশের দিকে আঙুল তুলতে পারি না। এটা ভুল ধারনা।"

বিসিসিআই সচিব ছাড়াও জয় এসিসির চেয়ারম্যান। অন্য দিকে, রণতুঙ্গা শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীও। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তাদের অর্থের জন্য অনেকটাই নির্ভর করতে হয় ভারতীয় স্পনসরের উপর। সম্ভবত সে কারণেই পরিস্থিতি সামলাতে দুঃখপ্রকাশ করল শ্রীলঙ্কা সরকার। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে বিপর্যয়ের পর শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের অপসারিত করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার। সে কারণে শ্রীলঙ্কাকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল।

বিশ্বকাপ ফাইনালের মহড়া শুরু আকাশেও
নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের উপর উড়ল 'সূর্যকিরণ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের ফাইনালের বাকি দু'দিন। রবিবার সেই ম্যাচের অনুষ্ঠানের মহড়া চলল নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ দল 'সূর্যকিরণ' রবিবার আকাশে একটি প্রদর্শনী করবে। তারই মহড়া চলছে। সেই ভিডিয়ো পোস্ট করল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি।

রবিবার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। সেই ম্যাচের আগেই হবে সূর্যকিরণের প্রদর্শনী। ১০ মিনিটের একটি প্রদর্শনী হবে। শুক্রবার একটি মহড়া হয়েছে। শনিবার আবার একটি মহড়া হবে। ন'টি বিমান থাকবে রবিবারের প্রদর্শনীতে। সারা দেশ জুড়ে সূর্যকিরণ দল এমন প্রদর্শনী করে। আকাশে বিভিন্ন ধরনের আকৃতি তৈরি করায় পারদর্শী এই দল। রবিবার কী কী আকৃতি এই দল তৈরি করবে, সেই নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

নিউ জ়ল্যান্ডকে হারিয়ে ভারত ফাইনালে উঠেছে। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়া জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ২০০৩ সালের পর আবার ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে বিশ্বকাপের ফাইনালে।

বিশ্বকাপে ২৩ উইকেট নিয়ে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লাল বা সাদা, সব ক্রিকেট বলই তাঁর ভীষণ বাধ্য। তাঁর মতো নিখুঁত সিম পজিশন বিশ্বের দ্বিতীয় কোনও বোলারের নেই। বিশ্বকাপে ছ'ম্যাচে ২৩ উইকেট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছেন মহম্মদ শামি। ক্রিকেটজীবনের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে নামার আগে নিজেই ফাঁস করে দিলেন সাফল্যের রহস্য।

ভারতের উইকেটে খেলার অভিজ্ঞতা জোরে বোলারদের জন্য বিশেষ সুখকর হয় না। মন্থর, ভাঙা উইকেটে হাঁটুর উপরে বল তোলাই কষ্টকর। এ দেশের সব মাঠে সুইংও পাওয়া যায় না। একাধিক প্রতিকূলতা সামলে জোরে বোলারদের বল করতে হয় ভারতের মাটিতে। যে কারণে একটা সময় পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটে বিশ্বমানের জোরে বোলার তৈরি হত না। অথচ জোরে বোলারদের জন্য বধ্যভূমি হিসাবে পরিচিত ভারতের উইকেটেই প্রায় ইচ্ছা মতো উইকেট তুলে নেন শামি। মরা উইকেটও যে তাঁর বোলিং দক্ষতায় প্রাণ ফিরে পায়, এ বারের বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্সই প্রমাণ।

সেই শামিই ফাইনালের আগে কথা বলেছেন নিজের বোলিং নিয়ে। ভারতের যে কোনও উইকেটে কী করে অনায়াসে উইকেট তুলে নেন? শামি বলেছেন, "আমি সব সময় পরিস্থিতি বুঝে বল করার চেষ্টা করি। পিচ কেমন, বল পড়ে কেমন আচরণ করছে, সুইং করছে কি না; এ সব

দেখে সিদ্ধান্ত নিই।" বল সুইং না করলে তো নিশ্চয়ই সমস্যা হয়? শামি বলেছেন, "অনেক সময় বল সুইং করে না। তখন উইকেটের সোজাসুজি বল করার চেষ্টা করছি। এমন জায়গায় বল রাখার চেষ্টা করি, যেখানে বল পড়লে ব্যাটের কানায় লাগার সুযোগ থাকে। ব্যাটার ড্রাইভ করার চেষ্টা করলে উইকেটের পিছনে ক্যাচ যাওয়ার সুযোগ থাকবে।"

এ বারের বিশ্বকাপের একাধিক ম্যাচে প্রথম বলেই উইকেট তুলে নিয়েছেন শামি। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আগামী রবিবারের ফাইনালে শামির কাছ থেকে আরও একটা ভাল স্পেল চান। তাঁর মতে, আমদাবাদের ২২ গজেও শামির সফল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে প্রেমের ইস্তাহার প্রকাশ 'সচিন-কন্যার'!

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'জনের প্রেমের গুঞ্জন ছাপিয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপের উত্তেজনাকেও। এক জন ভারতীয় ক্রিকেট দলের উদীয়মান তারকা শুভমন গিল। অন্য জন সচিন-কন্যা সারা তেন্ডুলকর। এত দিন সবটাই নাকি চলছিল আড়ালে-আবডালে। যদিও শুভমন বরাবরই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে সারা অবশ্য অনেকটাই সাহসী। কখনও শুভমনকে প্রকাশ্যে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, কখনও শুভমনের খেলা দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছেন। তবে আর কোনও লুকোচুরি হয়তো চাইছেন না সারা। প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে দিলেন, "ও শুধু আমার।"

রবিবার বিশ্বকাপের ফাইনাল। ইতিমধ্যে আমদাবাদে পৌঁছে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। সেমিফাইনালের আগেও রাতে নাকি শুভমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন সারা। এ বার নিজের খোলা চুলের হাসিমুখের একটা ছবি দিলেন সারা তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে। ছবির ক্যাপশনে গিয়ে চোখ আটকে গেল সবার। নিজের ছবিতে সচিন-কন্যা লিখলেন, "ও শুধু আমার।" তবে কি আর কোনও রাখঢাক রাখতে চাইছেন না সারা! খুল্লম খুল্লা প্রেমের ইস্তাহার দিলেন তিনি! কিন্তু এই 'ও' ঠিক কাকে সম্বোধন করেছেন তা খোলসা করেননি সারা। যদিও এই পোস্টে চোখ আটকে গিয়েছে নেটাগরিকদের। সকলের প্রায় একটা প্রশ্ন, তবে কি ফাইনালের আগে প্রেমিক শুভমনকে উদ্বুদ্ধ করতেই এমন হেঁয়ালি ভরা পোস্ট দিলেন সচিন-কন্যা? অ্যাকাউন্টটিতে ব্লু টিক থাকলেও, তা সত্যিই সচিন-কন্যার বলে নিশ্চিত করা যায়নি। সারা ইনস্টাগ্রামে রয়েছেন। তবে তাঁর এক্স হ্যান্ডল আছে কি না, তা নিশ্চিত নয়।

১৪ ম্যাচ পর প্রথম হার মেসিদের, হারল ব্রাজিলও, ইউরোপে গোল করে দলকে জেতালেন রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই দিনে হেরে গেল ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে হেরে গেল তারা। টানা ১৪ ম্যাচে অপরাজিত ছিল আর্জেন্টিনা। লিয়োনেল মেসিদের সেই দৌড় শেষ হল উরুগুয়ের বিরুদ্ধে হেরে। ০-২ গোলে হার মেসিদের। ব্রাজিল হারল কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে। ইউরো কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলে পর্তুগাল হারাল লিচেনস্টাইনকে।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে উরুগুয়ে এগিয়ে যায় ৪১ মিনিটে। রোনাল্ড আরাউজো গোল করেন উরুগুয়ের হয়ে। ৮৭ মিনিটে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ডারউইন নুনেজ। মেসিদের ঘরের মাঠে তাদের হারিয়ে দিল দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী উরুগুয়ে। ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে এটাই আর্জেন্টিনার প্রথম হার। এর আগে মেসিরা হেরেছিলেন ২০২২ সালের বিশ্বকাপে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে। সেটার পর থেকে টানা ১৪টি ম্যাচে অপরাজিত ছিলেন তাঁরা।

ব্রাজিল প্রথমে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল। তার পরেও হেরে যায় তারা। ৪ মিনিটের মাথায় গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লুইস দিয়াজের জোড়া গোলে হেরে যায় ব্রাজিল। কলম্বিয়ার ফুটবলার ৭৫ এবং ৭৯ মিনিটে গোল করে দলকে জয় এনে দেন।

অন্য মহাদেশে চলছে ইউরো কাপে যোগ্যতা অর্জনের লড়াই। আগামী বছর রয়েছে সেই প্রতিযোগিতা। যোগ্যতা অর্জন পর্বে রোনাল্ডোর দলে হারাল লিচেনস্টাইনকে। ৪৬ মিনিটের মাথায় গোল করেন রোনাল্ডো। দিয়োগো জোটার লম্বা থ্রু পেয়ে যান তিনি।

মুম্বইয়ের পিচ বিতর্ক এ বার আমদাবাদে, আসরে অস্ট্রেলিয়া
ফাইনালের আগে শুরু ভারতকে খোঁচা দেওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বইয়ে ভারত বনাম নিউ জ়ল্যান্ড ম্যাচের আগে ওয়াংখেড়ের পিচ নিয়ে অনেক বিতর্কই হয়েছে। তরতাজা পিচের বদলে ইচ্ছাকৃত ভাবে পুরনো পিচে খেলানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফাইনালের আগে সেই অস্ত্রে ভারতকে আক্রমণ করে চাপের খেলা শুরু করে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক। নতুন করে পিচ বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। ২০০৩ সালের পর আবার ফাইনালে মুখোমুখি দুই দেশ। ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে বদলার সুর। তার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ শেষে পিচ বিতর্কে কথা বলেছেন স্টার্ক। স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার দুর্বলতার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ম্যাচের পর। স্টার্কের উত্তর, তআমরা এখনও জানি না পিচ কেমন হতে চলেছে। কাল (শুক্রবার) আমদাবাদ যাব। তার পর বুঝতে পারব তরতাজা উইকেটে খেলা হবে নাকি পুরনো উইকেটেই।দ পিচ বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন না করা হলেও স্টার্ক যে সেই প্রসঙ্গই খুঁচিয়ে দিয়েছেন, এটা তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট বলে মত ক্রিকেটপ্রেমীদের।

বুধবার সকালে 'ডেইলি মেল' সংবাদপত্রে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেই অনুযায়ী, ভারতে বিশ্বকাপের জন্য পিচ তৈরি করার দায়িত্ব অ্যান্ডি অ্যাটকিনসনের উপর। তাঁর নেতৃত্বে আইসিসি ও বিসিসিআই-এর কয়েক জন পিচ প্রস্তুতকারক সব ম্যাচের উইকেট তৈরি করেন। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত-নিউ জ়ল্যান্ড ম্যাচের জন্য একটি অব্যবহৃত পিচ বেছে নিয়েছিলেন অ্যান্ডি। সেই পিচ বদলে একটি ব্যবহৃত পিচে খেলা হবে বলে জানানো হয় রিপোর্টে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, প্রথমে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৬ নম্বর পিচে খেলা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে তা বদলে ৭ নম্বর পিচ করা হয়েছে। এই পিচে এর আগে অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ম্যাচ হয়েছে। যে পিচে আগে খেলা হওয়ার কথা ছিল সেখানে ঘাস ছিল। কিন্তু যে পিচে খেলা হওয়ার কথা সেটি খুব মন্থর। মূলত ভারতীয় বোলারদের সুবিধা করে দিতেই নতুন পিচ বেছে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। পিচ বদলের কথা হোয়াটস্অ্যাপ করে জানানো হয়ে অ্যান্ডিকে। সেখানে বলা হয়, বিশেষ একটি কারণে ৬ নম্বর পিচের জায়গায় ৭ নম্বর পিচে খেলা হবে। কী কারণ, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ।

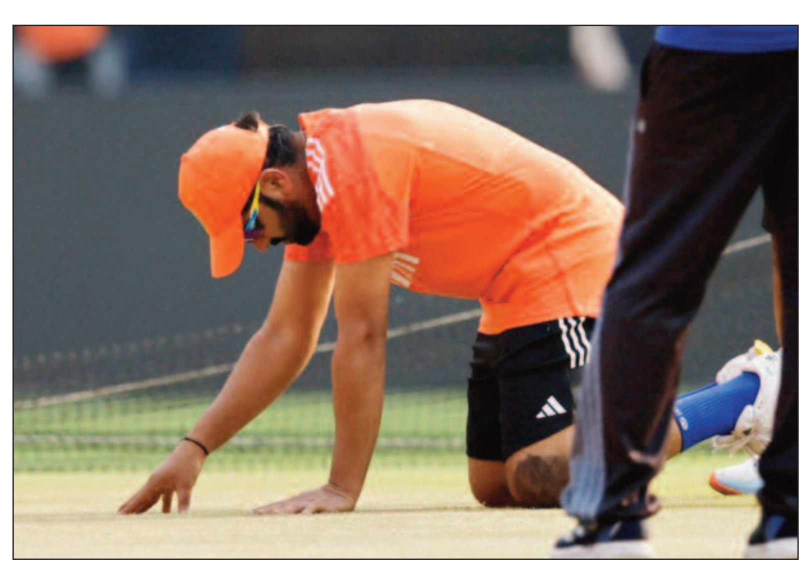

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**